International Peer Review Journal
ISSN 2321-7340(Print) & E-Journal Virson

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

(The Source of Folk)
E-Journal Virson
Vol.-1: Issue-1: 2022

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

উপ্‌জনভুই পাবলিশার্স
মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

নারী উন্নয়নঃ ধর্মানের কৃষি উন্নয়নের সাপেক্ষে মূল্যায়ন

(১৯৩০-২০০০)

সেখ আসাদ আলি, বিভাগীয় প্রধান,
ইন্দাস মহাবিদ্যালয়, ইন্দাস, বাঁকুড়া

লৌকিক সংস্কৃতির প্রবাহমানতার কথা প্রায় সকল লোকসংস্কৃতি চর্চাকারিগণই মেনে নেন বলা যেতে পারে। যদিও তা কিন্তু সুপ্ত বা বিস্মৃতিপ্রায়। সেগুলি সমাজের গভীর মনস্তাত্ত্বিক স্তরে স্থিত, কিন্তু এর উপর বিভিন্ন সময়ে তরঙ্গ উঠেছে, ওলটপালট হয়েছে। যদিও পূর্বের কৌম্যজীবনের 'fossils'[১] এখনও বর্তমান, বিশেষত নারীসংস্কৃতির ক্ষেত্রে। এজন্যই বাঙলার প্রায় সকল সম্প্রদায়ের নারী সংস্কৃতির কাঠামোটা এক। তার চালচলনও এক। যদিও ধর্মীয় ভাবধারা আলাদা।

সমাজের 'Structure' এবং'Super Structure'এর যে কথা বলা হয়, তাতে অর্থনীতিকে 'Structure' হিসাবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাতে বলা হয় যে 'Structure''Super Structure' কে নির্ণয় করে।[২] এইটাকে বর্তমান অধ্যায়ে লক্ষ করা যেতে পারে। এই ধরণের লক্ষ করতে আমি বর্ধমানেরবেলগ্রামের (গলসি ২ নং ব্লক)নারী সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

এই আলোচনায় সাম্প্রতিক নারী সংস্কৃতির সম্প্রদায় ভিত্তিক হেরফেরের কারণ নির্দেশ করার চেষ্টা করবো এবং তাদের সামাজিক অবস্থান কেমন তা খোঁজ করার চেষ্টাও করা যেতে পারে। স্বাধীনোত্তরকালে নারী সংস্কৃতি বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত হয়েছে, তা সে অর্থনৈতিক পরিবর্তন বা রাজনৈতিক পরিবর্তন, যাই হোক না কেন। যেমনভাবে দেশভাগকে আমরা যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে দেখতে পারি, ঠিক তেমনি ভাবে 'অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন'ও সামগ্রিক ভাবে নারী সমাজকে পরিবর্তিত করেছে। আপাতভাবে আমরা আমাদের আলোচনায় শহরে নারী সমাজের পরিবর্তনের বিভিন্ন সূচক নিয়ে আলোচনা করে থাকি। কখনও চাকরি-শিক্ষার নিরিখে, কখনও বা 'অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার নিরিখে। সেখানে একটা ঝোঁক যেন থেকে

□াচ্ছে ে□, নারী-সমাজের শিক্ষার অগ্রগতি (formal education) নারী সমাজের সামূহিক উন্নতির লক্ষণ।[৩] হয়তো এইটা কখনও কখনও সঠিকও। বিশেষত শহুরে নারী সমাজের ক্ষেত্রে। কিন্তু গ্রামীণ নারী সমাজের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করছি ে□ তাদের অগ্রগতির সূচককে শিক্ষা দিয়ে সব সময় মা□া নাও ে□তে □ারে। ে□ বৃহদংশ এখনও গ্রামীণ সমাজের অন্তর্গত এবং তাদের formal education / Pedagogic Education)তাদেরকে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা দেয়নি, সামাজিক সম্মান দেয়নি; কিন্তু আমরা লক্ষ করছি ে□, তা কখনও কখনও তাদের সামাজিক অগ্রগমনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৪] তার মূল কারণ হল বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সঞ্জাত স্থানু চিন্তাধারা। এই আচার, অবশ্যই সামাজিকভাবে নির্মিত। কেননা এই মহিলাদের আচার অনুষ্ঠানে ে□ গো□-কৈবর্তসংস্কৃতিরঅবশেষ ছা□ এখনো বর্তমান তাতে, মহিলাদের সদম্ভ উ□স্থিতি লক্ষিত হয়। আবার কৃষিকাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মহিলাদের অবস্থানের অবনতি লক্ষিত হয়েছে। তার মূল কারণ হল, 'religious fundamentalism' এর নাম করে নারীদের স্বস্থানচ্যুত করা। তা সে বল্লাল সেনের কৌলীন্য বিধির জন্যই হোক, আর ইসলামীকরণের মাধ্যমে, □াই হোক না কেন।[৫]

এছাড়াও □ূর্বে আমি অর্থনৈতিক কাঠামোর □রিবর্তনের ে□ কথা বললাম তা গ্রামীণ সমাজের □রিসরে আলোচনা করতে গেলে আমাদের ে□ জিনিসটার উ□র সবচেয়ে প্রথমে দৃষ্টি দিতে হবে তা হল, কৃষি কাঠামোর □রিবর্তন। আর আমরা এও জানি ে□, আমাদের রাষ্ট্র নেতারা স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাথমিক □□ায়ে দেশের উন্নতির জন্য দুটি □থ বেছে নিয়েছিলেন □ঞ্চবার্ষিকী □রিকল্পনার মাধ্যমে। একটি হল বৃহৎ শিল্প স্থা□ন আর দ্বিতীয়টি হল কৃষির উন্নয়ন। আমরা বর্তমানে দ্বিতীয়টির ে□ রূ□ লক্ষ করি তা হল রাষ্ট্রনেতাদের কাঙ্ক্ষিত রূ□, □া তাদের ভাষাতে 'green revolution' বা সবুজ বিপ্লব। এটিই বাস্তবায়িত হয়েছিল বৃহৎ জলাধার নির্মাণ করে কৃষি প্র□ুক্তির □রিবর্তন ঘটিয়ে 'labour intensive' থেকে কৃষিকে 'capital intensive' করে রাসায়নিক প্র□ুক্তির প্রচলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।[৬] এই লক্ষণগুলো প্রথমে □াঙ্গাবে ফুটে উঠলেও □রবর্তীকালে আমরা □শ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ষাটের দশক থেকেই লক্ষ করতে থাকি □া আরও প্রবল ভাবে জাঁকিয়ে বসতে থাকে আশির দশক থেকে[৭]। আর আমরা জানি ে□ □শ্চিমবঙ্গের মধ্যে কৃষিতে অগ্রগণ্য একটি জেলা হল বর্ধমান এবং এখানে 'green revolution''বোরোবিপ্লব' নামে □রিচিতি লাভ করেছে।

বর্ধমানের বড় জোত-মালিক-গৃহস্থরা তাদের 'গৃহাভ্যন্তর'কে এই বোরোবিপ্লব ও সমাজের মূল স্রোতে থেকে দূরে রাখার চেষ্টাই করেছেন বা এখনও করেন – বিশেষত কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের এটাই চল। এই প্রক্রিয়া কীভাবে সচল থাকে তা আমরা □রবর্তীকালে লক্ষ করবো আমাদের এই আলোচনায়।

আমরা আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখছি □শ্চিমবঙ্গের গুরুত্ব□র্ণ জেলা বর্ধমানের একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। এই গ্রামটি হল □র্বোক্ত বেলগ্রাম। আমার উদ্দেশ্য হল সামাজিক ঝোঁকগুলিকে চিহ্নিত করা। এই কাজটি করতে হলে আমাদের প্রয়োজন আলোচনার □রিধিকে ছোট সীমার মধ্যে চয়ন করা। □মনটি বিভিন্ন Sociologist-দের আলোচনায় লক্ষ করা □য়। তারা তাদের আলোচনায় □মন মূল ঝোঁকগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য 'Macro Level' এর চেয়ে 'Micro Level' এ ঝোঁক দেন।[৮] আমি ঠিক এই কারণেই বর্ধমানের এই গ্রাম বেলগ্রামকে বেছে নিয়েছি। বেলগ্রামের সামাজিক চরিত্র হল এখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের বাস- হিন্দু আগুরি, ব্রাহ্মণ, কামার, না□িত, বাগদি, বাওড়ি, মুচি, আদিবাসী –সাঁওতাল, কোঁড়া, মাহুলি, মুসলমান- শেখ, সৈয়দ, মল্লিক, শাহ ফকির। এই জন্যই এই আলোচনায় গ্রামটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে সার্বিকভাবে সম্প্রদায়ভিত্তিক 'উৎ□াদন সম্পর্ক' বোঝার জন্য।

বেলগ্রামের নারী সমাজ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলে নিতে হবে □ তারা কিন্তু কেউই 'ভূম্যাধিকারী' নয়, বলছি এই জন্য □ তারা কেউই কৃষি জমির মালিকানা ভোগ করে না। এর ঐতিহাসিক কারণকে 'দায়ভাগ' দিয়ে ব্যাখ্যা করা □তে □ারে। এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে কৌম্যজীবন থেকে কৃষিজীবী হিসাবে সমাজের □ত্তনের সময় থেকে। কারণ দায়ভাগ এবং হেলে কৈবর্ত্য বা 'সদগো□'দের উত্থান হয়েছে একই সময়ে। হয়তো এই রকম সামাজিক অবস্থায় 'দায়ভাগ' এর প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছিল ঐতিহাসিক কারণে। এখনও এই রকমই সামাজিক অবস্থা বর্তমান। কেননা বর্তমানে 'ভূম্যাধিকারী' হিসাবে কারুর নাম থাকলেও তা দলিল দস্তাবেজেই সীমাবদ্ধ। □মন আমরা লক্ষ করি Ishaque Report-1946-এ।[৯] □খানে জমির মালিক হিসাবে একজন মহিলার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ করা গেছে □ তিনি মালিকানার □ সমস্ত 'স্বত্ব' *(*Entitlement*)* তা কখনও ভোগ করেননি। তা ভোগ করেছেন □রিবারের □ুরুষ সদস্যরাই। আমি এজন্য বলছি □ মহিলা ভূম্যাধিকারী Ishaque Report-এ উল্লেখিত তিনি জমির মালিক হিসাবে বাস্তবে

কোন কা□ □রিচালনা করেননি। □মন তিনি কখনই কৃষি সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্তই নেননি। তা নির্ধারিত হয়েছে স্বামীর নির্দেশে। তিনি কাগজে কলমে □য়েছিলেন □ত্রিক সম্পত্তি □িতার একমাত্র সন্তান হবার কারণে। দ্বিতীয় ভূমি উর্দ্ধসীমা আইনে ঐ জমি এসে □াবার ভয়ে □রবর্তীকালে সেই ভূমি তার নাতির ছেলের নামে হস্তান্তরিত হচ্ছে । তিনি নাতির ঐ ছেলেকে দত্তক হিসাবে নিচ্ছেন বা নেওয়ানো হচ্ছে।[১০] □ □দ্ধতির উল্লেখ করছি তা □রবর্তীকালেও ক্রিয়াশীল থাকছে। বিশেষ করে কাগুজে 'ভূমিস্বত্ব' মহিলার থাকলেও বাস্তবিক স্বত্ব তাদের থাকছে না। একমাত্র ব্যতিক্রম হল বর্তমানে একজন মুসলিম মহিলা, □িনি □িতার উত্তরাধিকারী হয়েছেন তার □িতার □ত্রসন্তান না থাকার কারণে। □দিও তিনি দু'একর মত জমির মালিক। এই জোত অতিক্ষুদ্র না হলেও ক্ষুদ্র বলা □তে □ারে। এই মহিলার ক্ষেত্রে লক্ষ করা □াচ্ছে □, তিনি □মন মালিকানা স্বত্বেরও অধিকারী তেমনি বর্তমানে বাস্তবিক অর্থেই তিনি সমস্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন আমরা লক্ষ করছি। এমনকি তিনি মাঠে হাজিরও থাকছেন চাষের সময়ে – □া ব্যতিক্রমীই বলা □তে □ারে। এই মহিলার ক্ষেত্রে লক্ষ করা □াচ্ছে কখনও কখনও তিনি কৃষিকর্মে নিবিড়ভাবে □ক্ত থাকছেন, বিশেষ করে 'নিড়ানির' সময়ে[১১]– □া মুসলমান সমাজের নারীদের ক্ষেত্রে একেবারেই বিরল। এখানে বলে রাখা ভালো □ এজন্য তিনি সামাজিক ভাবে সমালোচিতও হন। তার সম্পর্কে □ মন্তব্যগুলি প্রচলিত আছে সেগুলি হল-

১। মেয়ে মানুষের এত ভালো নয়।
২। 'মাগির হায়া লজ্জা বলে কিছু নাই'
৩। মোসলমানদের মেয়ে গোড়ালি বেরুতে নাই,[১২] আর ঐ মেয়ে জাঙ্‌ বার করে ভুঁই লিরুচ্ছে। *(*নিড়ানি*)* ইত্যাদি।

এই কথাগুলি □রুষদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তো বটেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি নারীসমাজকর্তৃকই ভর্ৎসিত হচ্ছেন। এদের মূল কথাটি হল – □টে ভাত না থাকুক মাথায় কা□ড় থাকতে হয় *(*□া ইসলামের মৌলবাদী চিহ্ন*)*। এই সবই কিন্তু সর্বজনীন রীতিনীতি এবং ভাষাকাঠামোর আওতাভুক্ত। তা সে হিন্দু বা মুসলমান সমাজ, □াইহোক না কেন। তারা এই কর্মপ্রয়াসকে সামাজিকভাবে নাকচ করার জন্য শুধুমাত্র নিজ নিজ ধর্মীয় বয়ানগুলিকে চয়ন করছেন মাত্র। আর আমরা জানি □ সেগুলি তাদের 'upward mobility'র জন্য এক একটা ধা□। ধর্মের নাম করে হলে তা 'Hinduisation' বা 'Islamisation' আর তা

না হলে ন্যূনতম□ক্ষে 'Modernisation'[১৩]। কিন্তু আসলে তা sanskritization[১৪]।মুসলমান হলে তারা রেফারেন্স দিচ্ছে হজরত মহম্মদ কন্যা ফতেমার বা হাজেরার। এতে তাদের সাধ্বী প্রতিমাকে তুলে ধরা হচ্ছে আদর্শ 'প্রতিমা' হিসাবে। আর হিন্দু হলে 'ঘরের লক্ষ্মী' ইত্যাদি প্রতিমাকে *(*image*)* কে তুলে আনা হচ্ছে মহিলাদের কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত হবার কর্মপ্রয়াসকে নাকচ করার জন্য। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এইটাকে নাকচ করছে এই ভাষায় –"মুসলমানদের মেয়েরাও মাঠে কাজে □াচ্ছে রে, মুচি মুসোমান সব একাকার"[১৫]*!* এখানে বলে দেওয়া □তে □ারে □, এই মুচি সম্প্রদায়ের মহিলারা বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে শষ্যরো□ন, নিড়ানি এবং শস্য ঝাড়াই করে থাকে।

□াইহোক, □ূর্বোক্ত □ মহিলা সম্পর্কে অলোচনা করা হচ্ছে তার সম্পর্কে জানা □াচ্ছে □ তিনি হলেন স্বামী □রিত্যক্তা এবং তিন কন্যা সন্তানের মাতা। এখানে আমরা □ জিনিসটা লক্ষ করছি তা হল তার □রিবারের □ুরুষ সদস্যের অনু□স্থিতি। তাহলে ব্যা□ারটা এই রকম দাঁড়ালো □ হয়তো তার □রিবারের কোন □ুরুষ সদস্য *(*f□তা, স্বামী, □ুত্র*)* না থাকায় তিনি বাধ্য হয়ে এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।[১৬] থাকলে হয়তো তিনি এমনটা করতেন না। অর্থাৎ তার জায়গায় কৃষি সম্পর্কিত সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতেন তার f□তা, স্বামী অথবা □ুত্র – □া সামাজিক মুল স্রোতের চিন্তাধারার অনুসারী। অর্থাৎ এখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে □ারি □ তিনি অবস্থা বেগতিকে মহিলা চাষি। এখানে এও উল্লেখ করা □তে □ারে □ গ্রামীণ সমাজে মহিলা ভূম্যাধিকারীর সংখ্যা কাগজে কলমেও আনু□াতিক হারে কম থাকছে – সামাজিক মানসিকতার কারণেই।[১৭] কেননা হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমাজের ক্ষেত্রেই আমরা জানি □ আইনে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার দান করা হয়েছে। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে f□তা মাতারা □ুত্রকেই নির্বাচন করেছেন, তা সে □তই আইনে উল্লেখ থাক না কেন। □মন মুসলিম ফারাজি আইনে কন্যা সন্তান এবং স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট অংশ ভোগের অধিকার দেওয়া হয়েছে[১৮]*;* কিন্তু কা□ক্ষেত্রে f□তা বা মাতা তার মৃত্যুর আগেই তার সম্পত্তি *(*ভূমি*)* □ুত্রের নামে হস্তান্তরিত বা দান□ত্র করে □াচ্ছেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই □ুত্রসন্তানেরা জমির মালিকানা স্বত্ব □াচ্ছেন। অন্যদিকে কন্যা সন্তানের জন্য □ 'বর□ণ' দেওয়া হচ্ছে তাতে করে তাদের □াওনা গণ্ডা বুঝিয়ে দেবার কথা বলা হচ্ছে। ব্যা□ারটা হল এই রকম 'তোমার বিয়ে দিতে ঢের খরচ হয়েছে,

বাকিটা তোমার ভাইয়ের”। এই রকম মানসিকতা □োষণ করছেন। তারই ফলস্বরূ□ আমরা দেখতে □াচ্ছি □, গ্রামীণ সমাজের এই এককটিতে *(*বেলগ্রামে*)* মহিলা ভূম্যাধিকারীর সংখ্যা কম। এই জন্যই Islaque Report-এ মাত্র একজন ‘মহিলাচাষির’ উল্লেখ আছে। তবে বর্তমানে দেখতে □াচ্ছি একজন ‘কাগুজে’ আর একজন ‘বাস্তবচাষি’। এখানে এই আলোচনার সা□ক্ষে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া □েতে □ারে □, উল্লেখিত দু’জনই □ুত্রহীন □িতার কন্যা উত্তরাধিকার। □ুত্র থাকলে হয়তো এমনটা হতো না। এরা বঞ্চিতই হতেন। এখানে আর একটা কথা বলে নেওয়া □েতে □ারে □, মুসলিম ‘ফারাজি আইনে’ বিধান আছে – ‘কোন ব্যক্তি □দি □ুত্র সন্তান না রেখে মারা □ায় তাহলে মৃত ব্যক্তির ভাই□োরা সম্পত্তির একটা অংশ □েয়ে □াবেন উক্ত ব্যক্তির কন্যা সন্তান থাকলেও।[১১] এই বিধানও মহিলাদের মালিকানা স্বত্ব □াবার ক্ষেত্রে অন্তরায়।

উ□রোক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম □, গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা দাঁড়িয়ে আছে কৃষির উ□র*;* কিন্তু সেই কৃষির মূল □ অঙ্গ, ‘জমির মালিকানা’ মহিলাদের স্বত্বাধিকারের বাইরে। তাই □তই বোরো বিপ্লবের বা কৃষি উন্নয়নের কথা বলা হোক না কেন তার সুফল কিন্তু মহিলারা □াচ্ছেন না। হয়তো এই রকম প্রশ্ন উঠতে □ারে □, □খানে □রিবারের প্রধান *(*□ুরুষ সদস্য*)* কৃষির উন্নয়নের সুফল □াচ্ছেন, তার মহিলা সদস্যরা কি সেই সুফল □াচ্ছেন না*?* আ□াতভাবে এইটা মনে হলেও বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলবে। এটা □রে আমরা দেখবো □খন □রিবার ব্যবস্থাটা আলোচনা করবো।

আমরা এখানে মোটামুটি মুসলিম মহিলাদের নিয়ে আলোচনা করলাম। এটা উল্লেখ করা দরকার □, মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু মহিলাদের কৃষিকাজে □ুক্ত হওয়া নিয়ে মনস্তাত্বিক অবস্থান প্রায় অভিন্ন। আর এই বর্গের মহিলারা কৃষিক্ষেত্রে □ুক্ত থাকতে অনিচ্ছুক সামাজিক কারণে,[২০] বা □ুক্ত থাকার অবস্থায় তারা নেই। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি □, নিম্নবর্গীয় অন্যান্য সম্প্রদায় □মন মুচি, বাউড়ি, বাগদি, সাঁওতাল, কোড়া মহিলারা বর্তমানেও কৃষি শ্রমিক হিসাবে কৃষির সঙ্গে □ুক্ত। কিন্তু এটাও উল্লেখ্য □, স্বাধীনতা□ূর্বকালে ১৯৩০ –এর দশকের আগে মুচি সম্প্রদায়ের মহিলারা কৃষি শ্রমিক হিসাবে নিজেদের নিয়োজিত করতো না। এই ১৯৩০-এর দশক ছিল বাংলার কৃষি কাঠামোর বদলের এক ক্রান্তিকাল। এই সময় □ুরো দশক জুড়েই কৃষিজ □ন্যের মুল্য হ্রাস লক্ষিত হয়। অবশ্য তা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক

কারণেই ঘটেছিল। আবার ১৯৩৭ এর আরোপিত ক্যানাল কর অর্থনৈতিকভাবে চাষিদের অঙ্গু করে দিয়েছিল। ফলত চাষিরা 'দেরে', 'বেরে' বিভিন্ন নামের ঋণভারে জড়িয়ে যায়। এবং তা ঋণখাতকদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। ফলত বিভিন্ন আন্দোলনে চাষিরা জড়ো হতে থাকে। এর পিছনে বর্ধমানের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাও নির্ণায়ক ভুমিকা নিতে থাকে। বর্ধমানের হাটগোবিন্দপুর গ্রামের (১৯৩৩) সভা থেকে ভুপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে সমস্ত মহাজনি ঋণ মকুবের দাবি তোলা হয়। এই সময়েই বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক 'ঋণসালিসি বোর্ড'(১৯৩৫-৩৬) গঠন করলে গ্রামীণ উচ্চবর্গীয় মহাজন-জোতদারেরা ভীত হন তাদের প্রদত্ত ঋণ অনাদায়ী থেকে যাবার কথা ভেবে।[২৩] কেননা উক্ত বোর্ড ঋণ মকুবের সিদ্ধান্ত নেয়। এও উল্লেখ্য ফজলুল হকের ক্ষমতার ভিত্তি ছিল 'কৃষকপ্রজা পার্টি'র কৃষক জনভিত্তি। তিনি সত্যিকারের এই সিদ্ধান্ত নেন কৃষকদের জন্য; মহাজন বা 'জোতদার'দের জন্য নয়।[২৪] এই বিশেষ প্রতিকূল অবস্থায় গ্রামীণ উচ্চবর্গীয় অংশ বিশেষ করে মহাজন এবং জোতদারেরা তাদের প্রদত্ত ঋণ ফিরে পেতে মরিয়া প্রয়াস চালায়। কেননা তাদের প্রদত্ত ঋণ বিভিন্ন নামে দেওয়া হত –'দেড়ে', 'বাড়ি' ইত্যাদি।[২৫]'দেড়ে' মানে হল, যে ধান ঋণ হিসাবে দেওয়া হত 'টানাটানির' (অভাবের সময়) ভাদ্র-আশ্বিন মাসে, তার দেড় গুন বাড়িয়ে নেওয়া হত মাঘ মাসে শস্য ওঠার সময়ে। তাই এর নাম হল 'দেড়ে'। আর এই ধরনের সুদ কাঠামোকে বলা হত তমক সুদ, যা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকতো। তাই এর নাম ছিল 'বাড়ি'। এই 'ঋণ' পরিশোধে কোন ঋণগ্রহীতা যদি অপারগ হত তাহলে তা দ্রুত বাড়তে থাকতো। আর গ্রামীণ সমাজে এই ঋণ দেওয়া এবং নেওয়া হত জমি বন্ধক (Mortgage) রেখে। তাই ফজলুল হকের 'ঋণ সালিসি বোর্ড'(Debt Arbitration Board) গঠনের পূর্বে মহাজনের লক্ষ্য থাকতো 'কৃষিজ উৎপাদনকে' গ্রাস করা।[২৬]তখন 'জমি' গ্রাসের চেয়ে 'উৎপাদন' গ্রাসটাই লাভজনক ছিল। এই জন্যই তারা ছোট ছোট রায়তগুলোকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু 'ঋণ সালিসি বোর্ড' যখন ঋণ মুকুবের কথা ঘোষণা করে তখন মহাজন এবং গ্রামীণ জোতদারেরা ঋণ 'হাসিল' করার জন্য জমিটাকেই বেছে নেয়। তার জন্য তারা 'বন্ধকি জমির' আচ্ছেতাইভাবে নিলাম করতে থাকে। এছাড়াও এর আর একটা কারণ হল ১৯৩০-এর দশকেই জমিদাররা বুঝতে পারছেন জমিদারি প্রথা আর বেশি দিন থাকবে না। উদাহরণ স্বরূপ জমিদার রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে তিনি তাঁর

□ত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন, "জমিদারির অবস্থা লিখেছিস। □রকম দিন আসছে তাতে জমিদারির উ□রে আর ভরসা রাখা চলবে না।..... এ দিকে দেশের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় দেখা দিয়েছে। অনেক কিছু ওলট-□ালট হবে। এই সময় বোঝা □ত হালকা করতে □ারব সমস্যা ততই সহজ হবে। জীবন□াত্রাকে গোড়া ঘেঁষে বদল করবার দিন এল, সেটা □ন অনায়াসে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে □ারি"[২৭] ।এতে দেখছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর □ত্র রথীন্দ্রনাথকে জমিদারি বিলো□ সমাগত জেনে তাকে প্রসন্ন মনে মেনে নিতে বলছেন*!* কিন্তু এই রকম অবস্থায় জমিদারি প্রথার ঠিকেদার-□ত্তনিদাররা □ত্তনির বিলো□ সমাগত জেনেও □ তাকে প্রসন্ন মনে মেনে নিলেন তার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তারা জমি হাতাতে উঠে□ড়ে লাগছে। □ত্তনি থাকবে না জেনে ছলেবলে 'প্রজা' উচ্ছেদ করে নিজেরাই 'রায়ত' সাজছে। বিশেষ করে 'কোরফা' প্রজাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে খেয়াল খুশি মত। কারণ, ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের বিরধিতা করা হয় কোরফা এবং চাঁদিনা স্বত্বকে স্থিতিবান স্বত্বে রূ□ায়িত না করার জন্য[২৮]।এই জন্য বিভিন্নভাবে আন্দোলন চলে, ফলে ১৯৩৮ সালে সংশোধনী বিল এনে কোরফা স্বত্ব ও চাঁদনি স্বত্বকে স্থিতি দেওয়া হচ্ছে। তাই □ত্তনিদারেরা এক দিকে □ত্তনি হারাবার ভয় তো □াচ্ছেই তার ও□র আবার দেরি করলে কোরফাও হাতছাড়া হতে □ারে বলে সঠিকভাবে আন্দাজ করে। এই জন্য তারা জমি হাতিয়ে নেবার জন্য লাগামছাড়া বে□রোয়া হচ্ছে। ফলে অজ্ঞ প্রজারা তঞ্চকতার শিকার হয়ে 'চাষি' থেকে 'মজু□র' □রিণত হচ্ছে। আবার আমরা লক্ষ করছি,বর্ধমানে এই সময় শুধুমাত্র জমি নিলামের বিজ্ঞা□নের জন্যই □ত্রিকার প্রকাশিত হচ্ছে। তবে, এই বিজ্ঞা□নের কোন মানেই হয় না, কারণ অক্ষরজ্ঞানহীন প্রজারা বিজ্ঞা□নের কোন খবরই রাখত না। তারা জানতেই □ারত না তাদের হালের জমির নিলাম হচ্ছে। □দিও ক্রেতারা ছিলেন সেই □ত্তনিদার ও মহাজনেরা। তার শুরু একটু আগে থেকেই। ১৯২৭ সালে বর্ধমান থেকে বেরোতে থাকে 'বর্ধমান সঞ্জীবনী' এবং 'বর্ধমান বানী'। দুটি □ত্রিকাই জমির নিলামের বিজ্ঞা□নের উ□র ভর করে টিকে ছিল। সেই নিয়ে তাদের মধ্যে রেষারেষিও ছিল। মুন্সেফি আদালত থেকে জমির নিলাম করার জন্য ডিক্রি জারি করে বিজ্ঞা□ন দেওয়া হত 'বর্ধমান সঞ্জীবনী' □ত্রিকায়। আর 'বর্ধমান বানীর'র প্রকাশক ছিলেন বর্ধমানের □াবলিক প্রসিকিউটার নাজিরুদ্দিন আহাম্মদ।[২৯] এতে অনুমান করা □তে □ারে আইনি □রামর্শটা মিলত বিনামুল্যে বা কম□ক্ষে কম মুল্যে। মোট কথা প্রজার জমি হাতাচ্ছে □ত্তনিদারেরা।

মহাজনেরাও সমান তালে চলছে। □ত্তনিদার ও মহাজনদের মিলিত প্রচেষ্টায় কৃষকের জমি হাতছাড়া হচ্ছে। □ত্তনিদার খাজনা অনাদায়ীর কথা বলে ও মহাজন ঋণ অনাদায়ির কথা বলে জমি হাতাতে থাকে। □দিও ত্রিশের দশকে চাষির কাছে ফসলের দাম কম হবার দরুন ঋণ বা খাজনা দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব হয়ে □ড়ে°°ক্ষেত্রসমীক্ষার গ্রাম বেলগ্রামের প্রচলিত একটি গল্প এখানে উল্লেখ করব।

১৯৮০-এর দশকের ঘটনা।- গ্রামের □র্বতন 'দর-দর □ত্তনির' সর্বনিম্ন □ত্তনির একটা অংশভাক □রিবার □ার জমির □রিমান ১৩০ বিঘে। ছেলে শহরে □ড়াশোনা করত। নতুন ট্রাক্টর কেনা হয়েছে। সবে ট্রাক্টর এসেছে গ্রামে, তাই চালক □াওয়া □াচ্ছে না। বাড়ির ছেলেকেই চালাতে হবে। প্রত্যেক দিন মাঠে ট্রাক্টর নিয়ে □াবার সময় জ্যাঠাকে জিজ্ঞেস করে কোন মাঠে *চেষতে (* চাষ দিতে*)* □তে হবে। জ্যাঠা প্রত্যেক দিন □র□র বলে –আজ আলিজানের দরুন বরের মাঠেরগুলো, আজ ভিকের *(*ভিকে মুচি*)* দরুন ন□ুকুরেরগুলো, আজ নরর *(* নর মুচি*)* দরুন বড়কাচির জমি। ইত্যাদি। এই ভাবে চষা শেষ হলেও ঐ চালক ছেলেটি তার দাদুর জমির কোন উল্লেখ □লেন না। তখন তিনি তার জ্যাঠাকে জিজ্ঞেস করেন, ' তোমার সব জমিই তো অন্যের দরুন। তাহলে তোমার বাবা কালী চৌধুরীর দরুন কোন গুলো *?*' অর্থাৎ সমস্ত জমি কারুর না কারুর কাছ থেকে হাতানো হয়েছে। *(* 'দরুন' হল, বর্ধমানের গ্রামের ভাষায় কারুর কাছ থেকে কিছু নেওয়া হলে তা বোঝাতে 'দরুন' কথাটা ব্যবহৃত হয়*)*। এই একই গল্প গ্রামের ব্যবসাদার-মাহাজন □রিবার হাজরাদের ক্ষেত্রেও প্রচলিত। এতে উক্ত জমিহারা □রিবারের বংশধরেরা এক রকমের মজা উ□ভোগ করেন বর্তমানে। আবার এতে বিষ □ নেই তা হল□ করে বলা □াবে না। কারণ, বর্গা আন্দোলন এবং খাস জমি বের করার সময় এগুলিই প্রবলভাবে অনুঘটকের কাজ করেছিল। মানসিকতাটা ছিল এই, তোমরা আমাদের নিয়েছ আইনের হাত*(* দশ আইন১৮৫৯*)* ধরে আমারাও নেব আইনের *(* বর্গা এবং ঊর্ধ্বসীমা আইন*)* হাত ধরে। এতে অন্যায় নেই।

বেলগ্রামের ক্ষেত্রে শুধু মুচি এবং মুসলমানরা হলেও অনত্র তার কবলে অন্যান্যরাও □রছে। এই জমি বেহাত বা হাত বদল হওয়ার কবলে অন্যান্যরাও □রছে। তবে আমরা দেখতে □াচ্ছি বিশের দশকের শেষ ও ত্রিশের দশকের □ুরোটা জমির নিলাম দুর্বার গতিতে চলছে। আর এই নিলাম এক-দু'বিঘের নয়। এক নিলামেই কুড়ি বিঘের কথা জানতে □ারছি বর্ধমানের

ভুমিপুত্র, সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস *আগুনপাখি* থেকে[৩১]। তার পিতা একই দিনে কুড়ি বিঘে জমি নিলামে নিচ্ছেন। এর খপ্পরে পড়ে কিছু মুসলমান রায়ত এবং মুচি সম্প্রদায়ের রায়তরা। ফলত মুচি সম্প্রদায়ের রায়তেরা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকে পরিণত হয় এবং তা তাদের পরিবারের কাঠামোকেও বদলে দেয়। এই রকম অবস্থায় যখন মুচি সম্প্রদায়ের মানুষেরা পড়ে, তখন তাদের যে পূর্বতন শ্রম-বিভাজনের রীতি *(*পরিবারের অন্দরে*)* তা বদলাতে বাধ্য হয়।

পূর্বে মুচি সম্প্রদায়ের মানুষদের যে মহিলা – পুরুষের শ্রম বিভাজনের রীতি ছিল তা হল – পুরুষেরা মূলতঃ কৃষিতে বিযুক্ত থাকতো রায়ত হিসাবে। বাড়তি কাজ ছিল ভাগাড় কামানো। মহিলাদের কাজ ছিল গৃহস্থালির কাজ এবং গৃহাভ্যন্তরে থেকে 'কৃষি সহায়ক ভূমিকা' পালন করা। কখনও কখনও তারা নিজেদের জমিতে চাষের কাজ করছে। তবে তারা মাঠে কাজ করলেও তাদের চাষি জীবনে যে সমৃদ্ধি ছিল তার নমুনা হিসাবে এই টুসুগানটির উল্লেখ করা যেতে পারে-"চলগো মাসি চলগো পিসি

চল যাব *ধান নিরিতে*।

.....।

যখন আমরা ছুটু ছিলাম

টুপিয় খাতম গুড় মুড়ি

শ্বশুর ঘরের ইকি ধারা

বাসি ভাতে নাই মুড়ি

বাপের ঘরে *ধানের মরাই*

শ্বশুর ঘরে কুঁচুরি"[৩২]

টুসুগান রাঢ়বঙ্গের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মূলত বাগদি, মুচি, বাউরিদের মধ্যে এর প্রচলন। এখন বর্ধমানে এর প্রচলন নেই বললেই চলে। লক্ষ করা যাক গানের কথাগুলি। বাঁকাশব্দগুলি লক্ষ করলে দেখছি 'ধান নিরিতে' যাবার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, এরা নিজেদের জমির

ধান 'নিড়েন' করতে □াচ্ছে। আবার সমৃদ্ধির কথা মনে করতে গিয়ে 'টু□ায়' (বাঁশের তৈরি ছোট □াত্র) গুড় মুড়ি খাবার কথা বলা হচ্ছে। বাসি ভাতে মুড়ি নেই বলে আক্ষে□ করছে □া সে বা□ের বারিতে খেতে □েত।[৩৩] □াইহোক গানটিতে □ে চাষের কাজ এবং সমৃদ্ধি উল্লেখিত তা প্রকারন্তরে মুচিদের সমৃদ্ধিকেই ইঙ্গিত করে। আবার এও তো জানা □ে 'ভাদু' এবং 'টুসু' হল কৃষি ভিত্তিক জীবনের গান। 'টুসু' কথাটা 'তুস' থেকে এসেছে। এগুলি ফসল 'ঘরে তোলার' গান □া অঘ্রাণ মাসে ধান ঘরে এলে মেয়েরা সমবেতভাবে সন্ধ্যে বেলায় গায়। আর, 'ভাদু' গান হল ভাদ্র মাসে 'ভাদোই ধান' ওঠার আনন্দের গান।[৩৪] এখান থেকে বলা □েতে □ারে তাদের চাষের জমিজমা ছিল। নাহলে এই গানগুলি তারা গাইত কেন। 'কৃষিশ্রমিক' হিসাবে তারা এই গানগুলি গাইত না নিশ্চয়। নিজের জমি থাকার জন্য তারা মাঠে খাটলেও তার চা□ ততটা ছিল না বলা চলে। ঘরে-বাইরের একটা শ্রমবিভাজন ছিল।

এই □ে শ্রম বিভাজন, তার মাঝমাঝি কয়েকটি কাজ ছিল □াতে □ুরুষ মহিলা উভয়েই □ুক্ত থাকতো। □েমন মুচিদের □ে সুনাম অথবা দুর্নাম তার মূলে ছিল চামড়া প্রস্তুত করা।[৩৫] সাধারণত মনে করা হয় □ে □ুরুষেরাই চামড়া প্রস্তুত করতো; কিন্তু তা অর্ধসত্য। কেননা এই ক্ষেত্রে মহিলাদের ভুমিকাকে একেবারেই বিবেচনার মধ্যে আনা হয় না। □েমনটি সমস্ত দেশেই খুব সাম্প্রতিক কাল □□ন্তও গৃহকর্মকে (House Wife > Home Maker) কর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হত না। চামড়া প্রস্তুতের ক্ষেত্রে মুচি সম্প্রদায়ের □ুরুষেরা 'ভাগাড় কামানোর' দ্বারা মৃত □শুর চামড়া সংগ্রহ করতো। কখনও কাঁচা চামড়া ক্রয় করতো। এইটা মূলত □ুরুষদের কাজ ছিল; কিন্তু তা বাড়িতে এলে তাকে দেশজ □দ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করতো মূলতঃ মহিলারা। কেননা □ুরুষেরা মূলত কৃষিকর্মে □ুক্ত থাকতো। শস্য তোলার মাঝে অবসর সময়ে □ুরুষেরা চামড়া প্রক্রিয়াকরণে □ুক্ত হতে □ারতো; কিন্তু □ুরুষদের 'কৃষিকর্মব্যস্ত' সময়ে মহিলারাই মূলত চামড়া প্রস্তুত করতো। এছাড়া চামড়া থেকে □ে 'আঁত্তত' তৈরি হত তাও মহিলারা করতো □া স্বাধীনোত্তরকাল □□ন্ত একটা গুরুত্ব□ূর্ণ কৃষি সরঞ্জাম ছিল। 'আঁত্তত' তৈরি বা চামড়া প্রক্রিয়াকরণ থেমে □াবার মূল কারণ হিসাবে শেখর বন্দ্যো□াধ্যায় কা□িত, নিম্নবর্গের মানুষের ৩০-এর দশকে Social Mobilisationএর জন্য impure occupation এর প্রতি নিম্নবর্গের মানুষের লজ্জাকে (Inferiority) দায়ি করছেন।[৩৬]

এছাড়াও ৩০-এর দশক থেকে চড়া হিন্দুত্বের উত্থান, া গোমাংস রাজনীতিকে এক অন্য ায়ে নিয়ে গিয়েছিল। এর জন্য দায়ি ৩০-৫০ ন্ত রাজনৈতিক সমীকরণ। এই সময়ে বর্ধমানেও চড়া হিন্দুত্বের উস্থিতি ছিল বলে উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ।[৩৭] এছাড়াও উল্লেখ্য , বাংলা থেকে রিমাণ প্রস্তুত চামড়া ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি হত তার সিংহভাগ কৃতিত্ব এই মহিলাদের; কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই সমস্ত মহিলারা তাদের স্বকর্ম থেকে চ্যুত হচ্ছেন। এই কারণগুলির মধ্যে গুরুত্বূর্ণ হল – মুচি সম্প্রদায়ের মানুষদের রায়ত থেকে ূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় কৃষি শ্রমিকে রিণত হওয়া। কেননা মুচিরা 'রায়ত' থেকে কৃষি শ্রমিকে রিণত হলে তাদের অবসর সময় কমতে থাকে, কেননা তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'মান্দার' বা মাহিন্দর' হিসাবে অথবা 'নাগারে'[৩৮]শ্রমিক হিসাবে জোতদারের জোতে জুড়ে ায়। আর এই 'মান্দার' শ্রমিকের বিশেষত্ব হল শ্রমিক তার জোতদার 'মনিবের' সঙ্গে একটা দীর্ঘস্থায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, া প্রকারান্তরে 'বাঁধা শ্রমিক' (Bonded Labour)। এই বাঁধা শ্রমিকদের কোনভাবেই মনিবের কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করা সম্ভব হত না।

এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চামড়া প্রস্তুতের এক প্রতিকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হয়, া সামগ্রিক ভাবে মুচি রিবারগুলিকে চে ধরে ূর্বের কাজ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। েমন মুচি সম্প্রদায়ের মানুষেরা 'রায়ত' থেকে শ্রমিকে রিণত হলে বাড়ির মহিলাদের ূর্বে ে কৃষি অথবা তাদের ুরুষদের সহায়ক ভূমিকা ালন করতে হত, খন তারা কৃষি শ্রমিকে রিণত হল, সেই কাজ আর থাকলো না। তাদের ূর্বের ে কৃষিকাজ এবং তা থেকে ে উৎ াদন অন্তত ক্ষে তাদের খাদ্যের জন্য স্বয়ম্ভরতা দিয়েছিল। তারা তাদের খাদ্যটা কৃষি থেকে াগাড় করে নিতে ারতো; কিন্তু তারা 'রায়ত' থেকে শ্রমিকে রিণত হল তাদের খাদ্যের সংস্থান করাই অসম্ভব হয়ে ড়ে। বিশেষত তারা দি আবার শুধুমাত্র ুরুষ উ ার্জন নির্ভর হয়। এহেন অবস্থায় খাদ্যের সংস্থানের জন্য মহিলাদের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসা ছাড়া উ ায় রইল না[৩৯]। এই জন্য এই মহিলারা উচ্চবর্ণীয়/ উচ্চবর্গীয় হিন্দু গৃহস্থের বাড়িতে ঘর ঝাঁট-াট করার কাজে ুক্ত হতে বাধ্য হল। এখানে সম্মানের (Dignity) ে ধারণা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা থেকে তারা বঞ্চিত হল এক বিশেষ ঐতিহাসিক এবং সামাজিক ক্রান্তিকালে। এই বঞ্চনা খুব গভীরভাবেই অসহনীয় বলা েতে ারে, খন তারা বাধ্য হয়ে বলতে থাকে –"লাজ কি ধুয়ে খাবো"-এটাই একধরণের র্বান্তর – গৃহস্থের 'গৃহবধূ' থেকে গৃহচাকরে রিণত হওয়া।

□রবর্তীকালে □শ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের ভূমিব্যবস্থা অন্য খাতে বইতে শুরু করে ৮-১০ বছরের মধ্যেই। প্রথম 'জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন' হয় ১৯৫৫ সালে। বৃহৎ ভূস্বামী বা জোতদাররা আর নতুনভাবে জমি অধিগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। উ□রন্তু তাদের জমি বেরিয়ে □েতে থাকে ঊর্ধ্বসীমা আইনের আওতায় এসে □াবার কারণে;[৪০] □দিও Vested Land সেই রকমভাবে বেরল না। কেননা বৃহৎ জোতদারেরা আইনের ফাঁকফোকর বুঝে জমি হাতবদল, কখনওবা বিক্রি করতে থাকে।[৪১] ফলে আবার একটি নতুন বর্গের উত্থানের সূত্র□াত হয়। প্রথমে ঊর্ধ্বসীমা আইন ততটা কা□করী ভূমিকা নিতে না □ারলেও দ্বিতীয় ঊর্ধ্বসীমা আইনে □ আঁচ লেগেছিল তা আরও জোরদার হয়ে জোতদারদের মৌরসি□ট্টাকে ভেঙে দেয়।[৪২] আইনের ফাঁকফোকর গলে আর জমি রাখা সম্ভব হল না। তাদের জমির □রিমাণ আরও কমতে বাধ্য হয়। কেননা বড় জোতের মালিকরা জমি রাখতে □ারছে না ঊর্ধ্বসীমা আইনের জন্য, আর বর্গায় চাষও বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে জমি বেহাত হবার ভয়ে,[৪৩] ফলে প্রথম ঊর্ধ্বসীমা আইনে □ নতুন বর্গের উত্থানের সূচনা হয়েছিল তা আরও বেগ □ায়। তারা জমির মালিক হিসাবে সামনের সারিতে আসতে থাকে। এর ফলে □ সামাজিক ভূমি বিন্যাসের অদল বদল হয় তার মূল কথা হল – সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা এক প্রকার নির্মূল হয়ে □ায়। বৃহৎ জোতের □তন আসন্নপ্রায় হয়ে □ায়।

এবার বৃহৎ জোত ভেঙে □াবার কারণে 'মান্দার' বা মাহিন্দার শ্রেণির প্রয়োজনীয়তা ফুরোতে থাকে। কেননা কুড়ি-□চিশ বিঘের মত জমির মালিক *(□ারা নব উদ্ভূত)* এখন আর বাঁধা শ্রমিক রাখতে চাইছে না। অর্থাৎ □ূর্বোক্ত 'বাঁধা শ্রমিক' দিনমজুরে *(*Daily Waged Labour*)* □রিণত হয়। মুচি মহিলারা তাদের সামন্তপ্রায় ভূস্বামীদের কাজ থেকে উৎখাত হয়। কেননা □ূর্বোক্ত সামন্তপ্রায় ভূস্বামীরা ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে অর্থনৈতিকভাবে। তাই তারা মাহিন্দার এবং '□টরানি' নির্ভরতা ছাড়তে বাধ্য হয়। অন্যদিকে উক্ত মুচি সম্প্রদায়ের লোকেরা নতুন অনিশ্চয়তার মধ্যে □ড়ে। তখন তারা বাধ্য হয়ে কৃষিশ্রমিকে □রিণত হতে বাধ্য হয়।

এদের কৃষিশ্রমিকে □রিণত হবার আর একটা মূল কারণ হল তথাকথিত কৃষির উন্নয়ন বা কৃষির আধুনিকীকরণ। কৃষির উন্নতির নিরিখে বর্ধমানে ধানের 'বোরোবিপ্লব' খুবই □রিচিত এক অধ্যায় । বর্ধমানে এই বোরোবিপ্লব শুরু হলে আমরা দেখতে □াচ্ছি □, কৃষির নিত্যনতুন প্র□ক্তি এসে

□ড়েছে। আবার Ford Foundation এর সঙ্গে সঙ্গে (1964 সালে) কৃষিতে Tractorization শুরু হয় বলা □তে □ারে। এর ফলে এই 'নাগারে', 'মান্দার'দের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস □য় বলা □তে □ারে। কেননা এই 'মান্দার' বা 'নাগারে'দের মূল কাজ ছিল 'বোঁটারে'[৪৪] হিসাবে কা□নির্বাহ করা। ট্রাক্টরের প্রচলন হবার সঙ্গে সঙ্গে বোঁটারেদের প্রয়োজনীয়তা কমতে থাকে।[৪৫] তা ক্রমে বোঁটারেদের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর □ জোর তা আলগা হতে থাকে। কেননা বোঁটারেরা ইতিমধ্যে 'বাঁধাশ্রমিক থেকে 'মজুরে' (Bonded Labourথেকে Daily Waged Labour) □রিণত হয়েছে। ফলে এই মুচি □রুষ এবং মহিলা উভয়েই সামন্ততান্ত্রিক কৃতজ্ঞতার বোধ থেকে বেড়িয়ে আসে। এরফলে সমাজ অন্য খাতে বইতে থাকে। এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার □ছনে রাজনৈতিক কারণও ছিল। বিশেষতঃ 'Communist Party'র প্রচার এবং প্রসার এর □ছনে গুরুত্ব□র্ণ ভূমিকা □ালন করেছিল।

□াইহোক, এই রকম উ□□□রি আইনগত এবং সামজিক রদবদলের ফলে মুচি মহিলারা বদলাতে বদলাতে কৃষিশ্রমিকে □রিণত হয় এবং আশির দশকে এসে এই ব্যবস্থাই কৃষিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে □য়। তাই এই রকম বলা □তে □ারে-

(১)ফজলুল হকের ঋণ সালিসি বোর্ডগঠন।

(উল্টো প্রভাব) ←——→

(২)মুচি মহিলারা গৃহবধূ থেকে গৃহ□রিচারিকায় □রিণত হয়

(দুটি ঊর্ধ্বসীমা আইন) ←——→

(৩)মুচি মহিলাদের কৃষিশ্রমিকে □রিণত করে।

এছাড়াও মুচি মহিলাদের কৃষিশ্রমিকে □রিণত হবার আরও অনেক কারণ কা□করী ভূমিকা □ালন করেছিল। ধা□ ধা□ আইনি রদবদলের ফলে □ভাবে সামন্ত সমাজ ক্ষয়িষ্ণুতার দিকে □তে থাকে, অন্তত কাঠামোগতভাবে, তার ফলে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় □া বর্ধমান রাজ নির্দেশিত এবং নির্ণীত □ত্তনি ব্যবস্থা নামে □রিচিত ছিল[৪৬]। সামন্ত কাঠামো ভেঙে □াবার জন্য অন্য কারণের মধ্যে অন্তত একটি হল ট্রাক্টরের প্রবেশ এবং তার ফলে সামাজিক সম্পর্কও বিনষ্ট হয়। কেননা এর ফলে মুচিদের সামাজিক, □ারিবারিক কাঠামোর আমূল

রদবদল ঘটে। ূর্বোক্তভাবে েমন বোঁটারেদের প্রয়োজনীয়তা ফুরোয়। আমরা ূর্বে এও উল্লেখ করেছি ে, 'আঁওতের'ও প্রয়োজনীয়তা ফুরোয়। আমরা এও উল্লেখ করেছি ে 'আঁওত' তৈরি করতো মূলত মহিলারা। ফলে এই মহিলারা তাদের স্বকর্ম থেকে চ্যুত হয়। আর এই কর্মচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের ারিবারিক চলন/চাল (Mobility, Rituals) বদলাতে থাকে। ুরুষ সদস্যের উার্জনের শূন্যতা ভরাট করার জন্য মহিলারা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এর কারণ হিসাবে খেতুরা (খেতুরা গ্রামটি বর্ধমানের গালসি ২ ব্লকের অন্তর্গত) গ্রামের অভিজ্ঞতা গুরুত্বূর্ণ নির্দেশক হতে ারে – এই গ্রামের একজনের কথায় "Povertypushed us to join the labour force"[৪৭]

এখানে এও উল্লেখ্য ে, স্বাধীনোত্তর কালে বর্ধমান জেলায় Rice Mill-এর ত্তন হয় এবং তা ক্রমে সংখ্যায় বাড়তে থাকে। এর ফলে চিরাচরিত ধান ভানার ে দ্ধতি – ঢেঁকিতে ধান ভানা তার উরে আঘাত এসে ড়ে। কেননা আধুনিক উন্নত প্রুক্তির Rice Mill এর সঙ্গে দেশজ 'ঢেঁকি' প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে ায় স্বাভাবিক ভাবেই। কেননা Rice Mill এর রিমাণগত উৎাদন এবং নিম্ন উৎাদন খরচের সঙ্গে দেশজ ঢেঁকি েরে উঠতে ারছে না।[৪৮] ফলে আমরা দেখতে াচ্ছি ে, এই Rice Millএর ত্তনের আগে মুচি মহিলারা েখানে অবসর সময়ে অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ্য মাসে চাল প্রস্তুতে নিুক্ত থাকতো তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এখানে থেকে আমরা দেখতে াচ্ছি ে, মহিলাদের অবসর সময়ের ে সদ্ব্যবহার তা তারা আর করতে ারছে না। অন্যদিকে এই মহিলাদের ে উৎাদন এবং সেই জাত ে উার্জন তা তারা হাতছাড়া করতে বাধ্য হল। এখানে বলে নেওয়া েতে ারে ে, তাদের ধানভানার ে কাজ তা তারা নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্যের ধান নিয়ে চাল তৈরি করতো – েটাকে এখানে 'কুটিভানা' বলা হয়। ফলে এই মহিলাদের, তাদের নিজের ারিবারে একটা আটোড়ে ক্ষমতা বর্তমান ছিল, কিন্তু তা থেকে তারা খন ছিটকে গেল তখন তাদের কৃষিশ্রমিকে রিণত হওয়া একপ্রকার অনিবার্য হয়ে ড়লো এবং তার দিকে তারা একধা এগিয়ে গেল।

খন বর্ধমানে Rice Mill এর ত্তন হচ্ছে, ঠিক তার আগে আগেই বর্ধমানে বোরোবিপ্লবের সূচনা হয়েছে। ফলত আমরা দেখতে াচ্ছি ে, এই বোরোবিপ্লব ে ভাবে শ্রমনিবিড় তাতে মহিলাদের শ্রমিক হিসাবে চাহিদা হঠাৎ তৈরি হল। সেই চাহিদাূরণ করার জন্য মুচি মহিলারা গুরুত্বূর্ণ ভূমিকা ালন করেছে। কেননা প্রথাগত ভাবেই ধান রোয়া এবং নিড়ানি, ঝাড়াইয়ের

জন্য মহিলাদের নিয়োগ কাঙক্ষিত মনে করা হয়। এর পি□ছনে আদিম লৌকিক ঐতিহ্য কাজ করে মনে হয় – কেননা 'মহিলাদের' উৎ□াদিকা শক্তির বৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে ভাবা হয়ে আসছে বহুকাল থেকেই। □াইহোক, বোরো বিপ্লবের ফলে □েভাবে শ্রমিকের চাহিদা তৈরি করছে তাতে করে আমরা দেখতে □াচ্ছি □ে, ধানরো□ণ, নিড়ানি এবং ধান কাটার সময় মহিলাদের উ□স্থিতি অধিকমাত্রায় লক্ষ করা □াচ্ছে। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া □েতে □ারে □ে, কেউ কেউ ভাবতে □ারেন মহিলারা কৃষিতে কৃষিশ্রমিক হিসাবে □োগদান করার ফলে তাদের আয় বাড়ছে – ঢেঁকি ভানার তুলনায়। আ□াতভাবে এইটা মনে হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু এর ফলে □ে অন্যান্য সংকট তৈরি হচ্ছে তা খুবই মারাত্মক। কেননা মহিলারা অধিকমাত্রায় বাড়ির বাইরে থাকার ফলে বা বাধ্য হবার জন্য তাদের এবং তাদের □রিবারের সন্তানদের স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ করা □াচ্ছে। এর কারণ হিসাবে তুলে আনবো খেতুরা গ্রামের অভিজ্ঞতা, □েখানে তুলসী টুডুর কথায় "The only time we take break from working in the field is during the late stage of pregnancy……. I have to wakeup at 3A.M. to do the domestic work otherwise I can't cope with it"[৪১]এই □দি হাল হয় তাহলে তাদের অর্জিত মজুরি কোন কা□কিরী ভূমিকা □ালন করতে □ারবে না বিশেষত উৎ□াদনের দৃষ্টিতে আমরা □দি একে দেখি তাহলে এইটা সত্য বলে মনে হবে। এই মহিলারা আবার কেউই জমির মালিক নন, □দি তেমনটা হত তাহলে এরা কৃষি উৎ□াদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি নিতেন। □া তাদের ক্ষমতা (entitlement) এবং □ুষ্টি □োগাত। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। কিন্তু □ূর্বে তুলনামূলকভাবে □ুষ্টি এবং স্বাস্থ্য ভালো হত। কেননা মহিলারা ঢেঁকি এবং আঁওত তৈরিতে ব্যস্ত থাকলেও উক্ত কাজকর্মগুলি বাড়িতে বসেই সম্পন্ন করতে □ারতো। ফলে বাড়ির, নিজের এবং সন্তানদের প্রতি অধিক নজর দেবার সু□োগ □েতেন; কিন্তু □রিবর্তিত □রিস্থিতিতে তা আর সম্ভব হল না। এছাড়াও বোরোবিপ্লবের প্রাক্কালে □ে বিভিন্ন ফসলের চাষ হত তাতে তাদের □ুষ্টির ঘাটতি হত না। এই স্মৃতি থেকেই এখানে প্রচলিত প্রবাদ হল-

"আর *সিদিন* নাইরে হাবোল
গুড় খাবি *খাবোল খাবোল।"*

এখানে 'সিদিন' মানে 'সেইদিন' আর 'খাবোল-খাবোল' মানে হল মুঠো মুঠো। এই প্রবাদটির মাধ্যমে তাদের অনতি□ূর্বের সুখের (খাবার স্বয়ম্ভরতা) দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে। এইটির মাধ্যমে জানতে □ারছি □ে, তাদের খাবারের বা

□ুষ্টির প্রাচু□তা ছিল। তার জন্য তাদের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা নিতে হত না। আর আমরা এও জানি ে□, উন্নয়নের মা□কাঠি হিসাবে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।[৫০]আর এও জানা কথা, ে□খানে খাদ্যসংকট প্রবল সেখানে মহিলা এবং শিশুরা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হন[৫১];আর এর কারণ হিসাবে প্রথমেই গণ্য হতে □ারে, মহিলারা নিজেরা অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত থেকে □রিবারের ভালোর জন্য মুখ বুজে থাকে। এর জন্য দায়ি প্রাচীন লৌকিক নৈতিকতা।

এই আলোচনা থেকে আমরা দেখতে □াচ্ছি ে□, এই মুচি মহিলারা কর্মচ্যুত হচ্ছেন তাদের □ূর্বোক্ত কাজগুলি থেকে, ে□মন ঢেঁকি চালনা, আঁওত তৈরি করা ইত্যাদি। কিন্তু তারা এগুলি থেকে □রিবর্তিত □রিস্থিতিতে ে□মন বেরিয়ে এসে কৃষিশ্রমিক হিসাবে কৃষিতে ে□াগদান করলো – তা ে□মন তাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেললো, তেমনি তাদের সামাজিকভাবে দুমড়ে দিয়েছে বলা ে□তে □ারে। সামাজিক মানসিকতা উন্নয়নের বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব□ূর্ণ মানদণ্ড হতে □ারে □ূর্বোক্ত বিষয়গুলি।

এখানে এটাও উল্লেখ করা ে□তে □ারে ে□ স্বাধীনোত্তর কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াস এবং সামাজিক □রিবর্তনের ফলে মুচিদের মনস্তত্ত্বেরও □রিবর্তন সাধিত হয়েছে। অবশ্য তার নিদিষ্ট কারণ রয়েছে। এজন্য মুচি সমাজ নিজেদেরকে 'হিন্দু' বলে দাবি করছে বা করানো হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এদের মধ্যে Sanskritization প্রক্রিয়ার লক্ষ করা □াচ্ছে। এর ফলে তারা তথাকথিত Main stream হিন্দু সমাজ কাঠামোর অন্দরে প্রবেশ করার একটা প্রয়াস চালাচ্ছেন –□দিও তারা গৃহীত নন উচ্চবর্ণীয়দের কাছে[৫২]। ফলত স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের প্রচলিত কিছু অভ্যাস এবং প্রথাকে ছাঁটতে থাকছে। ে□মন – গোমাংস ভক্ষণ ও মদের ব্যবহার থেকে ি□ছটান দিচ্ছে। আমি এখানে বলতে চাইছি ে□, তারা □খন ভাগাড় কামিয়ে গোমাংস ভক্ষণ করতো তখন □ুষ্টির অভাব অনেকটা মিটে ে□ত। আর মদ তৈরি থামিয়ে তারা তাদের খাদ্যের স্বাভাবিক ে□াগানকে ব্যাহত করছেন। ফলে □ুষ্টি ব্যাহত হবার জন্য দারিদ্র্য আরও প্রকট হল বলা ে□তে □ারে।[৫৩] □ার প্রভাব মহিলাদের উ□ড় □ড়ছে দেখতে □াচ্ছি। আমাদের কাছে □দিও □□াপ্ত □রিসংখ্যান নেই সেই সময়ের মহিলাদের স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে, তবুও সত্তরোর্ধ মহিলাদের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা □ায় ে□, তখন তাদের মধ্যে এতটা অ□ুষ্টিজনিত রোগভোগ ছিল না। কেননা তারা খুবই হতাশা ব্যঞ্জকভঙ্গিতে কয়েকটি শারীরিক সমস্যার প্রকাশের কথা বলে □া আগে এতটা ছিল না। ে□মন – শালকি

(শিলকা), হাঁপানি, চিনেরোগ ইত্যাদি। 'শালকি' হল ভিটামিন B-র অভাবে মুখে এবং ঠোঁটের কষে ঘা হওয়া, চিনেরোগ বা ছিনেরোগ হল অত্যাধিক ওজনহ্রাস। তাদের মতে এগুলি আগে তারা এতটা প্রত্যক্ষ করেননি। এছাড়াও তারা পূর্বের কিছু খাদ্যকে বর্জন করেছে নবগঠিত সামাজিক সম্মানের মানদণ্ডকে পূরণ করার জন্য। যেমন ছাগলের চামড়া খাওয়া। এইটা তাদের একটা পুষ্টির যোগান ছিল বলা যেতে পারে। এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে যে অপুষ্টি এবং খাদ্যাভাব তৈরি হচ্ছে, পরিবারে তার অনিবার্য প্রভাব পড়ছে, বিশেষত মহিলাদের উপর এর প্রভাব লক্ষিত হচ্ছে। কেননা আমরা জানি যে পরিবারের প্রথম পুষ্টির দাবিদার বা ভাগিদার হল পুরুষেরা এবং অপুষ্টির ভাগ পায় মহিলারা, কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুরা। এই সমস্ত দিক দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরা কৃষিশ্রমিকে পরিণত হবার ফলে মুচি মহিলারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যের নিরিখে, মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে, উপার্জনের দিক দিয়ে এবং পরিশেষে স্বত্বাধিকারের প্রশ্নে। যদিও কৃষিশ্রমিকে পরিণত হবার ফলে এই মুচি মহিলাদের আয় দৃশ্যত বাড়ছে; কিন্তু উপভোগের দিক দিয়ে তারা লাভবান হচ্ছে না। কেননা পূর্বের যে ঢেঁকিশাল, আঁওত তৈরি, চামড়া প্রস্তুত, পারিবারিক প্রয়োজনে মদ তৈরির মাধ্যমে উপার্জিত আয় অদৃশ্য থাকলেও উপভোগের দিক দিয়ে কার্যকরী ছিল, কেননা তাতে তাদের পূর্বোক্ত স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মানসিক তৃপ্তি সাধিত হত; কিন্তু কৃষি শ্রমিকে পরিণত হবার ফলে এগুলি আর কার্যকর রইল না। আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক খরচ যেমন – টেলিভিশন, টেপ/সিডি রেকর্ডার বা প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার, ইলেকট্রনিক এবং ইলেকট্রিক্যালস্ দ্রব্যের খাতে খরচ বৃদ্ধি। যদিও এগুলিকে কোন কোন অর্থনীতিবিদ উন্নয়নের সূচক বলে মনে করেন। যেমন জাতীয় অর্থনীতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে APL এবং BPL এর বিবেচনায় পূর্বোক্তগুলি থাকলে APL গণ্য হয় আর না থাকলে BPL- অর্থাৎ দারিদ্র সীমার নিচে ধরা হয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়– এরা তাদের পুষ্টির ভাগ কেটে নিয়ে পূর্বোক্ত জিনিসগুলি ক্রয় করে কখনও কখনও।[৫৪] এছাড়াও তাদের Sanskritizationএর দ্ধতিগত খরচ বৃদ্ধি, যেমন – অষ্টপ্রহর হরিনাম এবং বিভিন্ন পূজোপার্বণের খরচ। এগুলিও তাদের দারিদ্রের হারকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, যদিও কখনও কখনও তাদের উপার্জন বাড়ছে; কিন্তু তার বাস্তব উপযোগিতা নেই এর জন্য দায়ি ঝাঁ-চকচকে বিশ্বায়নের চমক।এই জন্য মহিলারা বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন পূর্বোক্তভাবে। এর সঙ্গে সঙ্গে এটা উল্লেখ করতে হবে যে, তারা Puritan Hinduism (তথাকথিত) এর দিকে ঝুঁকতে থাকার জন্য, ভান হিসাবে, প্রথম প্রয়াসে বাড়িতে মদ তৈরি ছাড়ছে। তখন থেকে

আমরা দেখতে াচ্ছি ে, ুরুষ সদস্যদের স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। কেননা ুরুষ সদস্যরা কিন্তু মদ্যান ছাড়ছে না। ফলে বাইরে থেকে তারা মদ কিনে খেতে শুরু করছে। ফলে বাড়ির তৈরি ে মদ তা গুনগতভাবে স্বাস্থ্যকর হলেও তা তারা াচ্ছে না। উল্টোদিকে েশাগত মদ প্রস্তুতকারকদের মদ স্বাস্থ্য হানিকর। কেননা এতে 'বাকর' নামক ইষ্ট প্রয়োগ করা হয় া বাড়ির তৈরি মদে প্রয়োগ করা হত না। এর ফলে ভগ্ন স্বাস্থ্যের ুরুষেরা কর্মক্ষমতাও হারাচ্ছে দেখতে াচ্ছি। া ারিবারিক সংকটকে তীব্রতর করছে।

এবারে আমরা বাগদি মহিলাদের কৃষিশ্রমিক হিসাবে দিনাতিাতের ারিপ্রেক্ষিত আলোচনা করবো। এদের মধ্যে অনেককিছুই মুচিদের মত। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে াথর্ক্য আছে এবং সেগুলিই এই আলোচনায় আলোচিত হবে। এদের 'ারিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটিও আসবে স্বাভাবিকভাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে 'ারিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটির অঙ্গ হিসাবে ুরুষের কর্মপ্রক্রিয়াও এসে ড়বে। এখানে প্রথমেই উল্লেখ করে নেওয়া েতে ারে ে 'বাগদি' নামক সম্প্রদায়টি স্বাধীনোত্তরকাল থেকেই কৃষিশ্রমিকের কাজ করে আসছে। এখন তাদের মহিলারাও একাজে ুক্ত স্বাধীনতাূর্ব কাল থেকে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ারিবর্তিত ারিস্থিতি বাগদি মহিলাদের অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছে। দিও মজুরি বেড়েছে কৃষিশ্রমিকের। কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক, ভূমিব্যবস্থা, আর্থিক এমনকি বাস্তুসংস্থানের *(*Ecological*)* ারিবর্তনের ফলে ূর্বোক্ত কৃষি মজুরি ারিবারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাকরী ভূমিকা ালন করতে ারছে না, তার মূল কারণ স্বত্বাধিকারের ারিধি সংকুচিত হওয়া। এখানে এও উল্লেখ্য ে, কৃষিমজুরি বৃদ্ধির জন্য নানান দক্ষে নেওয়া সত্ত্বেও তাদের বর্ধিত মজুরি কিন্তু তারা সবসময় াচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রেই তারা নির্ধারিত মজুরির চেয়ে কম মজুরি াচ্ছে। আর কৃষি মজুরি বাড়লেও তাদের স্বত্বাধিকারের এক্তিয়ার বাড়ছে না বিভিন্ন কারণে। মজুরি দিয়ে ভোগের ে প্রক্রিয়া তাতে কয়েকটি জিনিসকে স্বাভাবিক আওতাভুক্ত ধরা েতে ারে-েমন খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা। এই তিনের স্বত্বাধিকারের প্রশ্নে মজুরি বৃদ্ধি সবসময় কাকরী হয় না। কেননা উরোক্ত মজুরি দিয়ে তাদের ে খাদ্য সংস্থান তার তুলনামূলক গুনোন্নয়ন কিন্তু আমরা দেখতে াচ্ছি না। তাদের ে খাদ্যাভ্যাস তাতে করে কোন রকমে ক্ষুধা মিটছে– ুষ্টির োগান হচ্ছে না।[৫৫] এর একমাত্র কারণ হল ে, বর্ধমানে বোরোবিপ্লব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে জমি দুই বা তিন ফসলিতে ারিণত হচ্ছে। এর সাথে সাথে ূর্বোক্ত জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনের ফলে খন

জোতের আয়তন কমতে থাকে তখন বৃহৎ জোতের মালিকরা জমি ছেড়ে দিচ্ছে বা বাধ্য হয়ে ছাড়ছে। এর ফলে দেখা াচ্ছে ে, এর ফলে অকৃষিভুক্ত জমিগুলি তারা বিক্রি করছে। কেননা কৃষি জমি রেখে তারা আাত কৃষি অনুাুক্ত জমিগুলি, েমন – জলা, ডাঙ্গা প্রভৃতি প্রকৃতির জমিগুলি তারা বিক্রি করছে বা রিবর্তিত সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করছে। আর এই জমির ক্রেতারা সেগুলিকে কৃষিজমিতে রিণত করেছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তিত জমির রিমাণ কমছে।[৫৬] এর ফলে শু ালনের অনুাত কমছে। এর ফলে শুালনভিত্তিক এই মানুষেরা *(*বাগদিরা*)* ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এর প্রভাব কিন্তু তাদের ুষ্টিতে *(*Nutritional Index) ড়ছে, া আমি রে আলোচনা করছি।

আমি ূর্বে গ্রামীণ 'বাস্তুতন্ত্রের অবনমনের' কথা বলেছিলাম, তবে তার জন্য দায়ি কৃষির সর্বোচ্চ বিস্তার। কেননা প্রায় সমস্ত জলাকে ধান জমিতে রিণত করার ফলে জলাসঙ্কট প্রবলভাবে প্রকট হচ্ছে। আর জলাভূমি আশ্রিত বিভিন্ন মেঠো মাছ, েমন চ্যাং, ল্যাঠা, মৌরলা, চাঁদকোড়া, াঁকাল, ুঁটি প্রভৃতি মাছগুলি হয় হারিয়ে াবার মুখে বা অন্তর্হিত। এর ফলে গ্রামীণ মেঠো মাছ নির্ভর াদের জীবন, েমন– দুলে, বাগদি, তাদের জীবিকা এবং সর্বোরি ুষ্টি মারাত্মক ভাবে ক্ষতির মুখোমুখি। কেননা আমরা জানি ে দুলে বাগদিরা বিশেষত দুলে মহিলারা মেঠো মাছ ধরতেই ব্যস্ত থাকতেন অতীতে। ে জলাভূমি কমে াবার কথা উল্লেখ করেছিলাম তার ফলে দেখতে াচ্ছি ে মেঠোমাছগুলি টিকতে ারছে না। কারণ বর্ষাকালে এদের জন্য প্রয়োজনীয় জল থাকলেও ধানাকার সময়ে মাঠ ুরোুরি জলশূন্য হয়ে ায়। ফলে তাদের বংশবৃদ্ধিও হচ্ছে না। দিও ূর্বে এমনটি ছিল না। কেননা ূর্বে জমিতে জলসেচের জন্য মাঠে জলাভূমি, ুকুর থাকতো। েগুলি বর্তমানে অন্তর্হিত। এর প্রয়োজনীয়তাও বর্তমানে নেই। কেননা দামোদর ক্যানাল *(*১৯৩৭*)* এবং ডি. ভি. সি.-র খননের ফলে *(*১৯৫৬*)* সেচের কাজ সহজ হয়েছে। ুকুরের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। আর এর ফলে বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে। ুকুর থাকলে শুখা মরশুমে মাছেরা ুকুরে, জলাতে আশ্রয় নিতে ারতো এবং বর্ষাশুরু হলে তারা ুকুর থেকে বেরিয়ে এসে বংশ বিস্তার করতো– া ক্ষান্তরে গ্রামীণ সমাজের মেঠো মাছের চাহিদাকে ূরণ করতো। কিন্তু জলা– কৃষিজমিতে রিণত হবার ফলে মাছদের শুখা মরশুমের আশ্রয় আর থাকলো না। এবং এই মাছ না থাকার ফলে তার উর নির্ভরশীল মানুষদের বিশেষত দুলে, বাগদিদের উার্জনের উায় বিনষ্ট হয়েছে। দি এই গ্রামের মাঠগুলির নাম লক্ষ করা ায়

তাহলে দেখবো □ প্রায় ৮০% মাঠের নাম □কুরের নামে – □মন জোড়াগড়ে, বাঁশি□কুর, মাগুরগড়ে ইত্যাদি। 'গড়ে' কথাটির অর্থ হল 'জলা জায়গা'। তবে বর্তমানে □কুর-জলাগুলি বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। মাঠের নামগুলি থেকে □কুরগুলোর অতীত বেরিয়ে আসে। □মনটি – শিয়ালদহ, খড়দহ, আড়িয়াদহ ইত্যাদি নামগুলি থেকে স্থানগুলির অতীত জানা অসম্ভব নয়। এখানে 'দহ' হল জলা। এর থেকে সহজেই কল্পনা করা ঐ অঞ্চলগুলি একসময় জলা ছিল। বিনয় ঘোষ এই রকম তথ্যই দিচ্ছেন কলকাতার ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে। ঠিক এই রকম সূত্রেই মাঠের নামগুলি দিয়ে স্থানীয় ইতিহাস রচনা সম্ভব। আর এই অঞ্চলের স্থান-নাম হিসাবে 'গড়ে''গড়িয়া' *(*জলা*)* ব্যবহৃত হচ্ছে। এই গড়ে বা গড়িয়া হল অষ্টিক সাঁওতালি শব্দ □ার অর্থ জলাভূমি। স্থানীয় স্থান নামগুলি হল কুলগড়িয়া, খাগড়াগড়িয়া ইত্যাদি। □াইহোক, দেখতে □াচ্ছি □, এখানকার জলাগুলি অন্তর্হিত হবার ফলে, দুলে বাগদিরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে □ার প্রভাব □ড়েছে এদের খাদ্য, □ুষ্টি এবং স্বাস্থ্যে। আর এই মাছ ধরার কাজটি করতো দুলে মহিলারা। তাহলে এখান থেকে □রিষ্কার □ এর থেকে কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে মুসলিম মহিলাদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আলোচনা করতে হবে □ূর্বোক্ত □রিবর্তনের নিরিখেই। আমরা □ূর্বে □ কৃষক রায়ত থেকে 'কৃষিশ্রমিকে'[৫৭] □রিণত হবার *(*Depeasantisation) কথা বলেছিলাম তাতে মুসলিমরা কিছু ক্ষেত্রে ভুক্তভোগি। এই ধরণের □রিবর্তনের সা□ক্ষে কয়েকটি গল্পের উল্লেখ করা □েতে □ারে □াতে 'অবকৃষকায়ন' □দ্ধতির উল্লেখ আছে। গল্পগুলি এই গ্রামীণ সমাজে খুবই প্রচলিত। বিশেষত সত্তরোর্ধ বয়স্কদের ক্ষেত্রে। একটি গল্প এমন-

"একজন ক্ষুদ্র চাষি □ার *(*এখানে কোন না কোন নামকরণ করা হয়*)* দোকান করতে গিয়ে ছাতা ফেলে চলে এসেছিল। ঐ জোতদার দোকানদার তার দোকানের কর্মচারীকে দিয়ে ছাতাটি □াঠিয়ে দেয়। □রে ১ বছর বাদ ঐ দোকানদার ক্ষুদ্র চাষিকে বলে ঠিকা শোধ করার জন্য। চাষিটি আকাশ থেকে □ড়ে।

তিনি বলেন –'আমি তো কোন ধার করিনি আ□নার কাছে।'

দোকানদার বলে –"ঐ যে ছাতাটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তার কোন দাম নাই?"

তাতে চাষি বলে –" তো কত হয়েছে ধার?"

জোতদার বলে- "চারশো টাকা।"

চাষি বলে-"ছাতা পাঠানোর জন্য এত টাকা!"

জোতদার হেসে বলে-"আমি যে লোকটাকে তোমার বাড়িতে পাঠালাম তার মজুরি কত?"

চাষি –"কত আর হবে ২ নয়া"।

জোতদার –"লোকের দাম ২ নয়া, লোকটাকে তোমার বাড়িতে পাঠানোর জন্য আমার দোকানের ১০ জন খদ্দের ফিরে গেছে। তার জন্য আমার ক্ষতি হয়েছে।

চাষি- "তাতে মোট ১৬ আনা হবে"!

জোতদার- "আর ১৬ আনা ৩৬৫ দিন বাকি থাকলে কত হয় 'তমক সুদে' অ্যাঁ ?"

এই গল্পটির যে মূল কথা তা হল জোতদার যেনতেন প্রকারে ক্ষুদ্র কৃষকের জমিটুকু হাতিয়ে নিতে চায়, যা তার বেড়ার (স্থানীয় ভাষায় বেড়া হল কোন জোতদারের অনেকগুলি জমির পরিসীমা) মধ্যে আছে। তাহলে লাঙল ঘুরতে সুবিধা হয়।

এই রকম আর একটি গল্প হল – একজন রথের মেলা দেখতে গেছে তার বাচ্চা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। মেয়েটি একটি কাঁঠালের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। সেটি দেখতে পেয়ে পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া জমিদার বলে –"কি রে কাঁঠালটাকে ওরম করে কি দেখছিস, দেখে কি আর পেট ভরবে"।

লোকটি :"বাবু পয়সা আনি নাই"।

জোতদার : "এই নে আমার কাছে পয়সা আছে, কিনে নিয়ে যা"। লোকটি কাঁঠাল কিনে নিয়ে যায়। ফের পয়সা ফেরত দিতে গেলে জোতদার রাগত ভাবে বলে :"তোর মেয়েকে কাঁঠাল দিয়েছি আর তুই পয়সা ফেরত দিতে এসেছিস"।

কিন্তু □রবর্তীকালে জোতদার লোক □াঠায়। সুদসহ টাকা ফেরত দিতে বলে। আর না দিলে জমি লিখে দিতে বলে। শেষে বাধ্য লোকটি জমিটি লিখে দেয়। এই লোকগল্প বা প্রবাদগুলি সামাজিক বাস্তবতা থেকেই উঠে আসে। সমাজতাত্ত্বিকরা এই জন্যই এগুলিকে গুরুত্ব দেন। কেননা লোকগল্প, প্রবাদে "সমাজতাত্ত্বিক সমাজের কন্ঠস্বর শুনতে □ান। খুঁজে □ান বহুবিধ অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-উৎ□ীড়ন, বঞ্চনা,বেদনা,ক্ষোভ, অসন্তোষ, অসংগতি, শ্লেষ এবং বিকারের চিহ্ন"।[৫৮]

এই ে□ মানুষগুলো ভূমিহীন হয়ে □াচ্ছে তাতে তাদের অবস্থা মুচি এবং বাগদি সম্প্রদায়ের চেয়ে আরও খারা□ হচ্ছে। কেননা মুচি মহিলারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও জমিতে শ্রমিক হিসাবে ে□াগদান করতে □ারলেও মুসলিম মহিলারা তা □ারছে না □র্দা *(*Vail*)* প্রচলিত থাকার জন্য। এতে তাদের □ারিবারিক কাঠামো একেবারে ধ্বংসের দোরগোড়ায় এসে □াচ্ছে। মুচি মহিলারা □খন কৃষি শ্রমিক হিসাবে ে□াগদান করে অন্তত উ□ার্জনটুকু করছে সেখানে মুসলিম মহিলারা কৃষি সহায়ক ভূমিকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন □া তারা বাড়িতে থেকেই করতে □ারতো। এতে একদিকে তারা বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে দু-জায়গাতেই বেকার হয়ে □ড়ল। আর এতে তাদের সমস্ত দিক দিয়েই ক্ষতি সাধিত হল।

এছাড়াও আমরা জানি ে□, মুসলিম মহিলারা বাড়িতে বসে মুরগি চাষ করে □রিবারে □ুষ্টির ে□াগান দিত। ে□মন আমরা জানি এই প্রবাদ আছে-

মুসলমানে মুরগি ে□াষে
হাড় মাংস খাবার আশে *(?)*

তবে আমরা দেখতে □াচ্ছি ে□, □ারা শিক্ষিতজন তারা মুরগি □ালন ছাড়ছেন। আবার অনেকেই □ারা তেমন শিক্ষার আলোকাবৃত্তে আসেননি তারাও মুরগি □ালনে অনিচ্ছুক। এর জন্য দায়ি এক প্রাচীন *(*ব্রাহ্মণ শাস্ত্র মতে*)* জ্ঞান কাঠামো, □াতে খাদ্যের মধ্যে শৌচ-অশৌচের বৈ□রীত্য ছিল, সেটাই প্রবাহিত হচ্ছে অজান্তে।[৫৯] অনেকে আবার তথাকথিত 'Bhadralokisation' এর জন্য এটা ছাড়ছে – কিন্তু আদতে এটা মহিলাদের স্বয়ম্ভরতার অর্থনীতিকে ভাঙছে। এই রকম মানসিকতা লক্ষ করা □াচ্ছে সেইসব বাড়িতে ে□খানে ছেলে মেয়েরা formal education লাভ করেছে। তারা তাদের f□তা বিশেষত মাতাকে মুরগি

□ালন ছাড়তে বাধ্য করছে। তার প্রভাব মহিলাদের উ□র □ড়ছে স্বাভাবিকভাবেই। আর এও উল্লেখ্য ে□, অমিত মিত্র বলছেন এই ধরণের মানুষদের শিক্ষার একটাই অর্থ তা হল 'Bhadralokization'[৬০]

□ূর্বে লক্ষ করা ে□ত ে□, মুসলিম মহিলারা কাঁথা তৈরি করতো। নিজেরা তৈরি করতো বাড়ির জন্য। কখনও কখনও তা তারা বিক্রিও করতো। এই শিল্প এবং 'চাটাই' □া 'তালাই' নামে □রিচিত, তা এখন প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে টিকে আছে, তবে তা কোন না কোন বাইরের *(*শহুরে*)* লোকের কাছে চুক্তি নেওয়া কাজ। এতে একটা কাঁথা *(*গ্রামীণ ভাষায় 'সুজনি'*)* তৈরি করতে এরা □ায় হয়তো হাজার টাকা। তা তৈরি করতে সময় লাগে প্রায় এক থেকে দেড় মাস। এই মজুরি দেখা □াচ্ছে গড়ে ৩০ টাকা দৈনিক।[৬১]কিন্তু □ূর্বে তারা একাজ করতো একেবারে নিজ সিদ্ধান্তে। তাতে নকশা ও বিক্রি *(*□দিও ঘরে বসে*)* হত নিজ সিদ্ধান্ত মত। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে বলতে হয় এটা তাদের স্বত্বাধিকারের সংকোচন এবং এর কারণ হল ভুবনায়িত উদার অর্থনীতির আগ্রাসী প্রভাব। আর এই অর্থনীতিই সু□োগ করে দিচ্ছে একমাসে ১০০০ টাকা দিয়ে গ্রামীণ মহিলাদের সেলাইয়ের কাজ করিয়ে তার উৎ□াদিত □ণ্য শহরে ৬ থেকে ৭ হাজারে বিক্রি করার। এই প্রবণতা মুরগি □ালনের মধ্যেও লক্ষ করা □াচ্ছে। মুরগি □ালন এখন বড় বড় কোম্পানির হাতে চলে গেছে – □ারা তার চাষ এবং বি□ণন করছে, ে□মন – আরামবাগ চিকেন, সুগুনা ইত্যাদি।

আমি এই আলোচনায় উচ্চবর্ণীয় হিন্দু মহিলাদের আনছি না। তার কারণ হল এদের অবস্থা অনেকটাই মুসলিম মহিলাদের মতো। কেননা উভয় সম্প্রদায়ই □র্দা *(*Vail*)* মেনে চলে। ধর্মটুকু শুধু আলাদা। বাকি সব প্রায় এক।

উ□রোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি ে□, একই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রভাব □ড়ছে বিভিন্ন রকম সাম্প্রদায়িক রকমফেরে। এই ে□ সাম্প্রদায়িক রকমফের তার জন্য আমরা '□র্দা'কে বিশেষ গুরুত্ব দিতে □ারি। কেননা তাদের আচার আচরণগত এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান তাদের প্রায় এক হলেও সমস্ত বাঙালি মহিলারা একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভাগ করে নিজ নিজ মোড়কে তাকে ঢেকে। কিন্তু সামান্য হেরফেরে আমরা দেখতে □াচ্ছি ে□ অর্থনৈতিক নীতির ফলাফল অন্য রকম হচ্ছে। সেই হেরফের খুব সূক্ষ্ম। কিন্তু বাস্তবে তারা একই সংস্কৃতির অংশীদার। Marxist-দের মতে, এই

সূক্ষ্ম ভেদ *(*Vail*)* 'Superstructure' মনে হলেও তা প্রকারান্তরে 'Structure'টাকেই বদলে দিচ্ছে। ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রামীণ মহিলারা এক এবং তা হলেও তাদের 'স্বত্বাধিকারে'র ক্রম ক্ষয়িষ্ণুতাকে ত্বরান্বিত করছে কিছু চা□য়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত। তাকে □াশ কাটিয়ে ে□তে সক্ষম হচ্ছে না কেউই, এমনকি formal education-এর অধিকারীরাও। কখনও কখনও অমীমাংসিত এবং অ□রীক্ষিত বিজ্ঞান চেতনা এবং modernization তাদের এই স্বত্বাধিকারকে সঙ্কুচিত করছে। কখনও কখনও modernization – superstition- এ □রিণত হচ্ছে, তা ঠিকঠাক □াচাই না হওয়ার জন্য। সমস্ত কিছুকে □াচাই করার প্রয়োজনীয়তা আছে কেননা modernization এর সূচনা হয়েছিল '□াচাই' করার চেতনা থেকেই।।

টীকা এ□ং সূত্রনির্দেশ

১। স্মরণ করা □াক মার্ক্সের কথা, "The legacy of the dead generation weighs like an Alps upon the brains of the living…… borrowing the names of the dead ,….dressing up in traditional costumes, that they may make" *Eighteenth Brumaire,* উদ্ধৃত হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'এষণা', □ুনর্মুদ্রিত, শিপ্রা সরকার ও অনামিত্র দাশ সম্পাঃ *বাঙ্গালির সাম্যবাদ* চর্চা, আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১১, □ঃ ৩৪১। এই রকমই আল্পস্ প্রমাণ □ূর্বজ সংস্কৃতির চা□ লক্ষিত হচ্ছে বেলগ্রামের বর্তমান সংস্কৃতিতেও ।

২। ভিত্তি ও উ□রি কাঠামো কোনটা গুরুত্ব□ূর্ণ তা নিয়ে মার্ক্সবাদীদের ও মার্ক্সবাদ বিরোধীদের মধ্যে প্রথমাবস্থা থেকেই বিতর্ক আছে। 'ভিত্তি' হলঅর্থনীতি এবং 'উ□রিকাঠামো' হল ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি। মার্ক্সবাদীরা 'অর্থনীতি সর্বস্বতার' কথা বলেন এবং অনেকেই তা মানতে রাজি নন। ে□মন রবীন্দ্রনাথের কাছে তা হৃদয়হীন বলে মনে হচ্ছে। *রাশিয়ার চিঠি,* ১৯৩০। তবে এই নিয়ে বিভিন্ন জনের দৃষ্টিভঙ্গির উ□স্থা□না করেছেন অনুরাধা রায়, *মার্ক্সবাদ ও তার্কিক বাঙালি,* সুত্রধর, ২০১১ তে। তার ঝোঁকটা হল, ' ভিত্তি-উ□রিকাঠামো তত্ত্বের □ান্ত্রিক প্রয়োগ কাম্য নয়' এর উ□র। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'এষনা' প্রবন্ধের জিজ্ঞাসার সঙ্গে তিনি সহমত। জিজ্ঞাসাটা হয়ত তারই, 'চৈতসিক □রিবর্তন থেকেও ভোগব্যবস্থার *(*বস্তু*)* □রিবর্তন হতে □ারে না?', □ূর্বোক্ত, □ঃ ১০৯। আমিও 'ভিত্তি-উ□রিকাঠামো তত্ত্বের □ান্ত্রিক প্রয়োগ'-বিশ্বাসী নই। তাকে □রখ করে দেখতেই এই আলোচনা।

৩। United Nations Development Program 2016-17 তে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে গুরুত্ব দেবার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তা 'প্রথাগত শিক্ষা' না 'অন্যরকম শিক্ষা' তা নির্দিষ্ট করা নেই। এখানে ভাসাভাসা কথা দিয়ে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়। দরকার Basic Education/ প্রাথমিক শিক্ষার। কারণ তার দরকার আছে। বরং তা স্বত্বাধিকারের সহায়ক। অমর্ত্য কুমার সেন, *উন্নয়ন ও সক্ষমতা,*অনুঃ অরবিন্দ রায় *(Development As Freedom,)* আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, পৃঃ ৫৩।

৪। এই জায়গাটাকে বুঝতে হলে দীপেশ চক্রবর্তীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, " হারি-ডোম-বাগদিরা যদি বলে বসেন ওই উচ্চবর্ণের শিক্ষার কতটা আমাদের প্রয়োজন, তা আমাদেরই ঠিক করতে দিন। কারণ আমাদের নিজস্ব ইতিহাস জ্ঞান আছে, সমাজতত্ত্ব আছে"। কথাটি তিনি রবীন্দ্রনাথকে ধার করে বলছেন। তবে এটা তারও নিজের কথা কেননা তিনি নিম্নবর্গীয় ঘরাণার ঐতিহাসিক। *ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* আনন্দ, ২০১১, পৃঃ ৩৫। কথাটা ঠিকই কেননা পূর্বোক্ত প্রকারের শিক্ষা জনজীবনের জীবিকার অনুকূলের নয়। এই শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বলা যেতে পারে কমলকুমার মজুমদারের মত করে, " ব্যাঙের যে একটা ল্যাটিন নাম আছে কি তা ব্যাঙ জানে?"। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, *কমলকুমার কলকাতাঃ ছিটেফোঁটার ইতিহাস,* আনন্দ, ২০০৫,পৃঃ ৫৪। অর্থাৎ এই শিক্ষা খুব একটা কাজের নয়। Welfare Economics এর তাত্ত্বিক অমর্ত্য কুমার সেনও এই মত বিশ্লেষণ করছেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অমর্ত্য কুমার সেন বলছেন তা elitist শিক্ষা। তার মতে এই elitist শিক্ষার প্রতি ঝোঁকটা দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করে। *উন্নয়ন ও সক্ষমতা,*অনুঃ অরবিন্দ রায় *(Development as Freedom,)* আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, পৃঃ ৫১। দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিই তো প্রকারান্তরে মানুষের উন্নতির প্রতিবন্ধকতা, যা মানুষের স্বত্বাধিকারকে সঙ্কুচিত করবেই।

৫। ইসলামিকরণ, হিন্দুকরণ বা আধুনিকীকরণ যাই হোক না কেন তাতে মহিলাদের নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। উচ্চবর্ণীয় বা আসল মুসলিম হবার জন্য মেয়েদের বাইরে যাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার উপর জোর দেওয়া হয় ভারতীয় সমাজে বিশেষ করে বাংলায়। দ্রষ্টব্য, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতিঃ বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭', শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাঃ *জাতি বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* ইন্টারন্যাশানাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, দিল্লী, ১৯৯৮,পৃঃ ১৩১। মুসলমানদের ব্যাপারটাও দাঁড়িয়ে আছে এর উপরেই। Amit

Mitra, 'Bhadrolok Women do not Work outside the Home: Caste, Class, Gender and Work in Rural West Bengal', *Journal of the Indian Anthropological Society*, 49, 2014. Zarina Bhatty-ওএই রকমই মনে করেন,"A majorcomponent of the sanskritization process was the withdrawal of women from economic activity their retreat into the purdah (seclusion). Women not engaging directly in economic activity and observing purdah were characteristic of the Asrafs". 'Social Stratification Among the Muslims in India',in M N Srinivas eds. *Caste: its 20th Century Avatar*, Penguin Books India, p.257. *আর* এটা তো সত্যি □ এর মাধ্যমে আশরাফত্ব অর্জন করার একটা প্রয়াস থাকে।

৬। দ্রষ্টব্য, C H Hanumantha Rao, *Technological Change & Distribution of Gains in Indian Agriculture*. Instituteof Economic Growth, Reprinted, 1980, p.24. এছাড়া G S Valla, *Indian Agriculture Since Independence*, NBT, 2007, pp. 45-46.

৭। দ্রষ্টব্য,Ajit Haldar, *Generation and Utilization of Agricultural Surplus(A Case Study of Burdwan District),* The University of Burdwan, 2000, P.77.

৮। সমাজ তাত্বিক M.N Srinivas মনে করেন 'macro study'সাহা□্য করে perspective জানতে এবং'micro study'দিতে □ারে insight। Social *Change in Modern India*, Orient Longman Ltd., Reprint, 1980, p.2.

৯। H M S Ishaque, *Agricultural Statistics, Plot to Plot Enumeration of Bengal 1944-45*, Superientendent Govt. Printing, Bengal Govt. Press, Alipore, 1947.

১০। তথ্যটি ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে □াওয়া।

১১। তথ্যটি ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে □াওয়া।

১২। কোরানে বারবার বলা হচ্ছে নারী □র্দা মেনে চলবে □াতে সে 'molested' না হয়।*কোরান,* ৪:৩৪, বা তাদের 'unseen part' guard করতে বলা হচ্ছে, তাকে □াতে অন্য ধর্মের নারী বলে মনে না হয়, কারণ □াতে তার প্রতি কোন বিধর্মী সুলভ বাক্য প্রয়োগ করতে না □ারে। *কোরান,* ৩৩:৫৭ এই শরিয়তি বিধান লৌকিক সমাজে কিন্তু বেশ প্রবল □ারিবারিক □রিসরের বাইরে। কারণ এই গুলি প্রতিনিয়ত স্মরণ করানো হয় বিভিন্ন রেফারেন্সের মাধ্যমে □মন ফতেমা

উ□াখ্যান এক্ষেত্রে খুবই কা□িকরী আর হিন্দুদের ক্ষেত্রে দেখছি তাদের গৃহলক্ষ্মী নাম দিয়ে □িতৃতান্ত্রিক স্বার্থ বজায় রাখা হচ্ছে। Shekhar Bondyopadhyay, *Caste ,CultureandHegemonySocialDomination inColonialBengal*, Sage Publications, New Delhie, P.181.

১৩। Shekhar Bondyopadhyay বলছেন,"that Sanskritisation was notoutside the process of modernisation" *Caste ,CultureandHegemonySocialDomination inColonialBengal*, Sage Publications, New Delhie, P.151. সে জন্যই Suroj Bondyopadhyay & Donal Von Escher বলছেন, " Modernization is not breaking up the caste system in the study area but consolidating it". 'Agricultural Failure' in Dipankar Gupta eds. *Social Stratification*, OUP, 1996, p.359.

১৪। দ্রষ্টব্য,M.N Srinivas, Social *Change in Modern India*, Orient Longman Ltd., Reprint, 1980, p1-45. □দিও জওহর সারকার এইটাকে'Bramhanisation' বলার □ক্ষ□াতী, Jawhar Sircar, *The construction of The Hindu Identity in of Hindu Identity in Western Medieval Bengal? The role of popular cults,* IDSK, Kolkata, 2005, p.13-14. কিন্তু আসলে তা আরও 'বেশি বেশি হিন্দু বা মুসলমান হওয়া'। আমার এম.ফিল গবেষণা নিবন্ধ, *উন্নয়নের স্বরূ□ঃ স্বাধীনোত্তর বর্ধমানের গ্রামীণ সমাজ*, □াদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, আগষ্ট।

১৫। এক্ষেত্রে □□িবেক্ষণ সঠিক কেননা শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত বলছেন, উঁচু জাতের লোকেরা সরাসরি কৃষি কাজ করে না, করে নিচু জাতের লোকেরা। *The Social System in A Bengal Village*, Editions Indian, Calcutta,p.46-47. তার কারণ হিসাবে M.N Srinivas বলছেন, " It is a mark of low status to do physical work on land"M.N Srinivas, Social *Change in Modern India*, Orient Longman Ltd., Reprint, 1980, p.42. আর সেই কাজ □দি মহিলারা করে তাহলে উক্ত কটুক্তি তো অনিবা□িভবে আসবেই। Ruchira Tabassum Naved,Nur Newaz Khan, Md. Harisur Rahman, Khandker Liakat ALI দের গবেষণা থেকে জানতে □ারছি তারা □খন মেয়েদের জিজ্ঞাসা করছেন তারা বাইরে কাজ করেন কিনা, তার উত্তরে তারা জানাচ্ছেন, "We do not work outside as people laugh at women (ridicule) who do so. However, in households, where there is hunger, women have to work outside home despite the fact that people laugh at them", Rapid Assessment of Gender in Agriculture

of Bangladesh, International Maize and Wheat Improvement Centre (CYMMIT),International Rice Research Institute (IRRI) AndWorldFish Centre p.24.এমনকি কিছু ক্ষেত্রে দেখা □ায় দলিতরাও □খন জমির মালিক হচ্ছে তখন তারা তাদের মহিলাদের বাইরের কাজ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। এটা এক ধরণের ব্রাহ্মণ্য জীবনধারার অনুকরণ। Shekhar Bondyopadhyay,*Caste, Culture and Hegemony: Social Domination in Colonial Bengal*, Sage Publications, New Delhi, p.145.

১৬। Amit Mitra, 'Bhadrolok Women Do not Work Outside the Home: Caste, Class, Gender and Work in Rural West Bengal', 'Journal of the Indian Anthropological Society', 49, 2014.

১৭। Jennifer Brown & Sujata Das Choudhury, জানাচ্ছেন □ মহিলাদের □খন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তাদের জমির মালিকানা আছে কিনা তারা হাসাহাসি করছে। কেননা তারা মনেই করে না তাদের মালিকানার প্রয়োজন আছে।'Womens land right in West Bengal: A Field Study', Rural Development Institute, 2002, p.12. মহিলাদের □দি এই মানসিকতা হয় তাহলে □রুষদের মানসিকতা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এছাড়াও দেখা □তে □ারে Ruchira Tabassum Naved,Nur Newaz Khan, Md. Harisur Rahman, Khandker Liakat Ali, A
'Rapid Assessment of Gender in Agriculture of Bangladesh', International Maize and Wheat Improvement Center (CYMMIT) International Rice Research Institute (IRRI)AndWorldFish Center, 20II,P.27

১৮। মুসলিম মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়েছে The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act (1937, as amended) মাধ্যমে। □া ফারাজি আইন নামেও □রিচিত। এটা কোরানের সুরা আল নিসা'র উ□র ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়েছে। *কোরান,* ৪:৬-১০। তাছাড়া মহিলাদের নামে জমি কেনাকে বেশিরভাগ লোক ফালতু ঝামেলা মনে করেন। কারণ তারা সম্পত্তির প্রশ্নে ঠিক তাদের বিশ্বাস করতে □ারেন না।Ruchira Tabassum Naved,Nur Newaz Khan, Md. Harisur Rahman, Khandker Liakat Ali,'A Rapid Assessment of Gender in Agriculture of Bangladesh', International Maize and Wheat Improvement Center (CYMMIT), International Rice Research Institute (IRRI),AndWorldFish Center, 20II,p.23.

১৯।টীকা নং ১৮।

২০। টীকা নং ১৬।

২১। সৈয়দ সাহেদুল্লাহ, *বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, নতুন চিঠি প্রকাশনা,* দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫, ঃ ২৫।

২২। ূর্বোক্ত, ঃ ২৯৯।

২৩। ParthaChatterjee,*The Peasant History of West Bengal*, OUP,1997, p.***54-65.*** এছাড়া কালী সরকার, ' দিনাজ ুর জেলার কৃষক আন্দোলনঃ শুরু থেকে তেভাগা ন্ত', ধনঞ্জয় রায় সম্পাঃ *তেভাগা আন্দোলন,* আনন্দ, ২০০০, ঃ ৫৫।

২৪। বিনয় চৌধুরী লিখছেন, "Haque had genuine sympathies for the peasants. The Debt Arbitration Board formed by him saved a large section of peasantry from paying oppressive agricultural debts**".**Binoy Choudhury, *My Life and Experience*, NBA Pvt. Ltd.1999, pp.1***71*** বিনয় চৌধুরী বর্ধমানের একজন গুরুত্ব ূর্ণ কৃষক নেতা, ে ১৯৪৩'র আকালে কৃষকদের জন্য নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জোতদারদের মরাইয়ের *(* গোলা*)* ধান *(* ৪০০ মন*)* বিলি করার জন্য অভি ুক্ত হচ্ছেন। উক্ত জোতদার তার নামে 'মামলা নথিভূক্ত' *(* Case File) করছেন SDO'র Court-এ। বিনয় চৌধুরী, ূর্বোক্ত, ১১৭। এই জন্যই ফজলুল হক সম্পর্কে বিনয় চৌধুরীর মুল্যায়নকে মান্যতা দেওয়া ায়। এই ঋণ কমাবার জন্য ফজলুল হকের মানসিকতা এতটাই প্রভাবশালী ছিল ে, ১৯৩৮-এ হরি ুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রও জোর দেন ঋণ মকুবের উ ের। সঙ্গে সঙ্গে জমিদারির উচ্ছেদের কথাও বলেন। বিনয় চৌধুরী, ূর্বোক্ত, ঃ ৭৪।

২৫। ধনঞ্জয় রায়, ূর্বোক্ত।

২৬। ীর্থ চট্টো াধ্যায়, ূর্বোক্ত, ঃ৫৪।

২৭। রথীন্দ্রনাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি *(*৩১ অক্টোবর ১৯৩০*)*। গ্রন্থিত হয়েছে- *রাশিয়ার চিঠি,* বিশ্বভারতী, ঃ ১৫৫-১৫৬।

২৮। এই 'কোরফাদের' উচ্ছেদ করা হচ্ছিল াচ্ছেতাইভাবে। দিও তার কিছু বিধিবিধান ছিল *(* ১৮৮৫'র প্রজাস্বত্ব আইন*);* কিন্তু বাস্তবে তা মানা হচ্ছিল না। েমন উচ্ছেদ করতে হলে নোটিস জারির বিধান আছে। সাতকরি হালদার, ' বঙ্গদেশের ভূম্যাধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', কমল

চৌধুরী সম্পাঃ, *বাংলার জমিদার ও রায়তের কথা,* দে'জ, ২০১০, ্ঃ ৪২৫। কিন্তু তা খন না মেনে উচ্ছেদ হচ্ছিল তখন কোরফাদের স্থিতিবান রায়তে রিণত করার দাবি তোলা হয়। সৈয়দ সাহেদুল্লাহ, ূর্বোক্ত, ্ঃ ১২। দিও ত্তনিদারদের এই জুলুমের প্রতিরোধও হচ্ছে। াতে ১৯৩০-এর দশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বর্ধমানের কম্যুনিস্ট নেতা হেলারাম চট্টোধ্যায়। সৈয়দ সাহেদুল্লাহ, ূর্বোক্ত। এখানে এও উল্লেখ্য, ত্তনিদারেরা অনেক সময় আইনি মার্যাঁচে 'কোরফা' বলে াদের নথিবদ্ধ করে তারা আসলে 'দখলিস্বত্বাধিকারি রায়ত'; কিন্তু তাদের একটানা কোন জমিতে না রেখে ক্রমান্বয়ে জমি বদল করে 'কোরফা' বলে নথিবদ্ধ করা হয়। কেনোনা, একটানা ১২ বছর থাকলে রায়ত 'দখলিস্বত্ব' াবে। সাতকরি হালদার, ূর্বোক্ত ্ঃ ৪২৩। দিও তারা একই গ্রামের বংশানুক্রমিক বাসিন্দা।

২৯। কবিতা মুখো ধ্যায়, *বর্ধমানের সাময়িক ত্রঃ মননের দর্ণি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়,* ১৯৯৬, ্ঃ ২২-২৩।

৩০। সৈয়দ সাহেদুল্লাহ, ূর্বোক্ত, ্ঃ ১৩৪।

৩১। হাসান আজিজুল হক, *আগুনাখি,* দে'জ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, ্ঃ ৪১। শুধু হাসান আজিজুল হকের উন্যাসেই নয়, অন্যান্য সূত্র থেকেও এই একই চিত্র সামনে আসছে। এক সময়কার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অবনী লাহিড়ীও বলছেন ত্রিশের দশকে আর্থিক সঙ্কটের কারণে মহাজনি ঋণের মারফৎ জমি কব্জা করা হচ্ছিল। তাঁর কথায়, " ১৯২৯-৩৩-এর কৃষি সঙ্কটের সময় থেকে এমনকি ুদ্ধ দুর্ভিক্ষের সময় ি হাজার হাজার চাষির জমি ে ঋণের দায়ে হস্তান্তরিত হল তার থেকে লাভবান হয়েছে গ্রাম্য মহাজন আর ব্যবসাদারেরা"। অবনী লাহিড়ী, *(*সাক্ষাৎকার ও সম্পাদনা*)* রণজিৎ দাশগুপ্ত, *তিরিশ চল্লিশের বাংলাঃ রাজনীতি ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে*, সেরিবান, ে ারব্যাক সংস্করণ, ২০১৫, ্ঃ১০৩-১০৪।

৩২। ুধিষ্ঠির মাজী, 'লোকগানঃ ভাদু',সোমনাথ দাস চান্দল্য ও তারা দ হাজরা সম্পাঃ, *বাংলার লোকসঙ্গীত,* ঐক্য প্রকাশন, বর্ধমান, ২০১১, ্ষ্ঠা- ৪৫।

৩৩। রাঢ়বঙ্গে, বিশেষ করে বর্ধমান, বাঁকুড়ায় ান্তাভাতের শেষে মুড়ি খাওয়া হল একটা বিশেষ চল। অন্য জেলার হাল আমলের মানুষদের কাছে এটা 'হাভাতের' লক্ষণ হলেও বর্ধমান, বাঁকুড়ায় এটা সমৃদ্ধির লক্ষণ বলেই ভাবা হত। কেননা

দীর্ঘদিন ধরেই মুড়ি *হাভাতেদের (!)* নাগালের বাইরে ছিল। মুড়িকে বেশ শৌখিন খাবার হিসাবেই ভাবা হত। এখন অবশ্য ধারণা বদলেছে।

৩৪। লো□মুদ্রা মৈত্র 'ভাদু' সম্পর্কে লিখছেন, " In the district of Bankura, the Worship of Bhadu image is associated with Manasa in *Bhadra sankranti*. The date is also important in the context of harvesting 'aus' paddy …..an early variety of rice, often also called *Bhadure Dhan*".*(*ঝোঁক লো□মুদ্রা মৈত্র'র*)* ' Importance of Female Deities in Folk Religion in Bengal: The Perpetuation of Anxieties and Agonies through the Worship of Mother Goddess in Lateritic Bengal' in Amita Bagchi & Sanjay K Roy ed. *Changing Face of Indian Women*, Lavent Books, Kolkata, 2009, p.100। অবশ্য তিনি কথাগুলি বলছেন G Basu'র *বাংলার লৌকিক দেবতা,* দে'জ, গ্রন্থটির ও□র নির্ভর করে। কথাটি বর্ধমানের ক্ষেত্রেও সত্যি। আবার তিনি 'টুসু' সম্পর্কে লিখছেন, " The term *tush* in Bengali means rice husk. It can also ascertain that the relationship between agriculture and fertility is portrayed through the worship of the same (tusu) deity." □র্বোক্ত, □ঃ ১০১।

৩৫। নির্মলকুমার বসু এই তথ্যই দিচ্ছেন। *হিন্দু সমাজের গড়ন,* লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী, □নর্মুদ্রণ ১৪১৫,□ঃ ১২২। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই কাজের ক্রমক্ষয়িষ্ণুতার কথাও বলছেন। শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত তার সমীক্ষার ভিত্তিতে মুচিদের সম্পর্কে বলছেন, "they were associated with the leather work and leather was considered as a polluted- so leather associated peoples is polluted as well as untouchable". □র্বোক্ত ,□ঃ ৪০।

৩৬। Shekhar Bondyopadhyay,*Caste, Culture and Hegemony: Social Domination in Colonial Bengal*, Sage Publications, New Delhi, p.145.

৩৭। সৈয়দ সাহেদুল্লাহ, *বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, নতুন চিঠি প্রকাশনা,* দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫, □ঃ ৭৯-৯৮। এবং Binoy Choudhury, *My Life and Experience*, NBA Pvt. Ltd.1999,pp.165-67.

৩৮। এই নাগারেদের কোথাও কোথাও 'বারোমেসে' মজুরও বলা হয়। শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত, □র্বোক্ত, □ঃ ৫৯-৬০।

৩৯। Amit Mitra, 'Bhadrolok Women Do not Work Outside the Home: Caste, Class, Gender and Work in Rural West Bengal', *Journal of the Indian Anthropological Society*, 49, 2014.p.12.

৪০। G S Valla, *Indian Agriculture Since Independence*, NBT, 2007, p.26.

৪১। G S Valla, □র্বোক্ত, □ঃ ৩৩।

৪২। G S Valla, □র্বোক্ত, □ঃ ৩৩।

৪৩। বর্গায় জমি না দেবার কারণে অনেক কৃষক জমিছাড়া হতে বাধ্য হয়। হিদেকি মোরি, 'সমসাময়িক □শ্চিম বাংলায় ভাগচাষঃ একটি গ্রামে বোরোচাষ □□বেক্ষণ', শিনকিচি তানিগুচি,মাসাহিকো তোগাওয়া, তেৎসুইয়া নাকাতানি সম্পাঃ *গ্রামবাংলা ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি,* কে □ বাগচী , ২০০৭, □ঃ ২৩২।

৪৪। N K Chandra , 'Agricultural Worker in Burdwan', *Subaltern Studies*, Vol-II

৪৫।হিদেকি মোরি, 'সমসাময়িক □শ্চিম বাংলায় ভাগচাষঃ একটি গ্রামে বোরোচাষ □□বেক্ষণ', শিনকিচি তানিগুচি,মাসাহিকো তোগাওয়া,তেৎসুইয়া নাকাতানি সম্পাঃ *গ্রামবাংলা ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি,* কে □ বাগচী , ২০০৭, □ঃ ২২৯।

৪৬। Ajit Haldar, □র্বোক্ত, □ঃ ১৫।

৪৭। Amit Mitra, □র্বোক্ত, □ঃ ১২-১৩।এটা ভারতীয় উ□মহাদেশের সব স্থানেই সমান । কেননা বাংলাদেশেও এই ছবিই দেখছি Ruchira Tabassum Naved,Nur Newaz Khan , Md. Harisur Rahman, Khandker Liakat Ali,'A Rapid Assessment of Gender in Agriculture of Bangladesh', International Maize and Wheat Improvement Center (CYMMIT),International Rice Research Institute (IRRI),AndWorldFish Center, 20II.তারা খুব বেগতিক না হলে বাইরে কাজ করতে চায় না।

৪৮। নির্মল কুমার বসু, □র্বোক্ত লেখায় এই রকমই জানাচ্ছেন। □ঃ ১২২।

৪৯। AmitMitra,□র্বোক্ত, □ঃ ১২।

৫০। অমর্ত্য কুমার সেন,*উন্নয়ন ও সক্ষমতা,*অনুঃ অরবিন্দ রায় *(Development As Freedom)* আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, □ঃ ৪৫।

৫১। Barbara Harris, 'The Interfamily Distribution of Hunger in South Asia' in Zean Dreze, Amartya Sen, Athar Hussain eds. *The Political Economy of Hunger,* OUP, pp.228-229.

৫২। শেখর বন্দ্যো□ধ্যায়, 'উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতিঃ বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭', শেখর বন্দ্যো□ধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাঃ *জাতি বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* ইন্টারন্যাশানাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, দিল্লী, ১৯৯৮।□ঃ ১৩০।

৫৩। দারিদ্র্যকে □দি'Choice' বা'entitlement', এর দৃষ্টিতে দেখি তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেইJoseph Stiglitzএকেবারেই সঠিক, " Lack of food leads to ill health which limits their earning ability, leading to still poorer health. Barely surviving, they cannot send their children to school, and without an education, their children are condemned to a life of poverty. Poverty is passed along from one generation to another", Joseph Stiglitz, *Globalization and its Discontents*, Penguin Books, New Delhi, 2003, p.83.

৫৪। অমর্ত্য কুমার সেন, *উন্নয়ন ও সক্ষমতা,*অনুঃ অরবিন্দ রায় *(Development As Freedom)* আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, □ঃ ৯৪।

৫৫। গড়□ড়তা খাদ্য তালিকায় থাকে কিছু ভাত, শাক, আলু। Protein, vitamin সম্পর্কে ভাবার কোন সু□াগ নেই এদের কাছে। দ্রষ্টব্য, M K Pandhe ed. *Social Life in Rural India*, India Book Exchange, Kolkata, 1977, p.205. সমীক্ষাটা ১৯৭৭ সালে করা হলেও বাস্তব খুব একটা বদলায়নি।

৫৬। □দি বিষয়টাকে সমগ্র বর্ধমানের নিরিখে দেখি তাহলে দেখছি ১৯৮০-৮১ সালে □তিত জমির □রিমাণ ৫১৯২০ হেক্টর, তা ১৯৯৪-৯৫-এ ৭১৬০ হেক্টরে দাঁড়াচ্ছে। *Statistical Abstract 1994-95,* Burdwan, Bureau of Applied Economics & Statistics, Govt. Of W.B.

৫৭। হিদেকি মোরি, 'সমসাময়িক □শ্চিম বাংলায় ভাগচাষঃ একটি গ্রামে বোরোচাষ □□বেক্ষণ', শিনকিচি তানিগুচি,মাসাহিকো তোগাওয়া,তেৎসুইয়া নাকাতানি

সম্পাঃ *গ্রামবাংলা ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি,* কে বাগচী , ২০০৭, ঃ ২২৯।

৫৮। মানস মজুমদার, *লোক ঐতিহ্যের দর্পণ,* দে'জ,১৯৯৩, ঃ-২৬।

৫৯। শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত,ঃ ৯০।

৬০। AmitMitra,পূর্বোক্ত, ঃ ৮-৯।

৬১। AmitMitra,পূর্বোক্ত, ঃ ১৪।